চাকরির
নানা খবর
সাতের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

সাগরতীর্থ
২ ও ৩'এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ২৬ পৌষ – ৩ মাঘ, ১৪৩১ ঃ ১১ জানুয়ারি – ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 12, 11 January - 17 January, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বিভিন্ন রাজ্যে ঘটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি

এবার থেকে বিবেচনা করবে ষোড়শ অর্থ কমিশন। এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চনার দাবী এবার বন্ধ হবে বলে মন করা হচ্ছে।

রবিবার : আরজি করের মত পরিণতি হবে বলে এক মহিলা

চিকিৎসককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগের তদন্তে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে গেল স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি দল। যদিও তদন্ত শুরু করলেও এখনও এফআইআর নেয়নি পুলিশ।

সোমবার : সিন্ধু সভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারলে

দেওয়া হবে প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকা পুরস্কার। চেন্নাইয়ে সিন্ধু সভ্যতার পাঠোদ্ধার না হওয়া লিপি উদ্ধারে উৎসাহ দিতে এক সেমিনারে এই ঘোষণা করেন।

মঙ্গলবার : এত ঘটা করে সমীক্ষা করার পরেও সংশয়

কাটছে না আবাস যোজনায়। বরাদ্দের পরেও বার বার যাচাই করা হচ্ছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সহ বিভিন্ন নথি। লক্ষ্য দালাল কাটমানি এড়িয়ে আসল উপভোক্তাকে টাকা পাইয়ে দেওয়া। কি ঝকমারি!

বুধবার : উন্মুক্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দিতে

গেলে মালদহের কালিয়াচক ৩ ব্লকের শুকদেবপুর সীমান্তে বিএসএফকে বাধা দেয় বিজিবি। স্লোগানে উত্তেজনা ছড়ায় দুপারে। বিকাল ৪টে নাগাদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বৃহস্পতিবার : সত্যেন্দ্রনাথ বোস ন্যাশানাল সেন্টার ফর বেসিক

সায়েন্সয়ের উদ্যোগে পূর্ব ভারতের প্রথম মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র চালু হল পুরুলিয়ার গড়পঞ্চকোট পাহাড়ে। এর ফলে রাজ্যের গবেষকদের সুবিধা হবে।

শুক্রবার : গুরুতর দুর্ঘটনার ঘটার পরবর্তী ১ ঘণ্টা জীবনের

ক্ষেত্রে গোল্ডেন টাইম। এই সময়ের মধ্যে যে কোনও হাসপাতালে গেলে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি প্রকল্প রচনা করতে ঐতিহাসিক নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সর্ষের মধ্যেই ভূত

পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার প্রাক্তন পুলিশকর্মী

কল্যাণ রায়চৌধুরি ,হাবরা : উত্তর ২৪ পরগণার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে বিভিন্ন খবরের পাশাপাশি আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড, সহ জন্মের শংসাপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি জালিয়াতি চক্রের খবর দীর্ঘদিন ধরেই উঠে আসছে বিভিন্ন সংবাদের শিরোনামে যা ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রীতিমতো প্রশ্ন ও সংশয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। এই মর্মে 'আলিপুর বার্তা'তেও একাধিক খবর পরিবেশিত হয়েছে। এবার পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডে প্রাক্তন পুলিশকর্মী গ্রেপ্তারের মধ্যে দিয়ে সর্ষের মধ্যেই ভূত দেখছেন বিশ্লেষকেরা। উত্তর ২৪ পরগণার হাবরা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া এই প্রাক্তন পুলিশকর্মীর নাম আব্দুল হাই(৬১)। মাত্র এক বছর আগেই কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর অভিযোগ হওয়া ১৫০টি পাসপোর্টের মধ্যে ৫২টির এনকোয়ারিং অফিসার ছিলেন কলকাতা পুলিশের এই প্রাক্তন সাব ইনস্পেক্টর আব্দুল হাই। তিনি পাসপোর্ট পিছু ২৫ হাজার টাকা নিতেন বলে অভিযোগ।

তদন্তকারী অফিসার জানতে পেরেছেন, পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডের বড় মাথা সমরেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আব্দুলের। পাসপোর্ট কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তারির সংখ্যা দাড়াল ৯ জন। পুলিশসূত্রে এও জানা যাচ্ছে, কলকাতা পুলিশের সিকিউরিটি কন্ট্রোলের অফিসেও কাজ করেছেন এই ব্যক্তি। সেখানে থেকেই পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের কাজে যুক্ত ছিলেন তিনি। সে কারণেই এ ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। প্রসঙ্গত, এর আগে যে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদেই আব্দুলের নাম উঠে আগে বলে খবর। উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও।

ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরিন্দম আচার্য বলেন, 'অর্থের প্রলোভন পা দিচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। আর টাকা ছড়িয়ে মাকড়শার মতো জাল ছড়াচ্ছে জালিয়াতরা। এটা একদিক থেকে দেখতে গেলে ইন্টেলিজেন্সের ব্যার্থতা। আসলে জালিয়াতরা কোনও বাধা পাচ্ছেনা কোনও জায়গা থেকেই। এক্ষেত্রে প্রশাসনের দোষ তো অবশ্যই আছে।'

এমভি অফিসার সেজে তোলাবাজি

সুব্রত মণ্ডল, বলাগড় : রাতের অন্ধকারে হুগলির বলাগড় থানা এলাকায় এমভিআই অফিসার সেজে তোলাবাজি আটক ৩। বৃহস্পতিবার ভোরে বলাগড় থানা এলাকার সোমড়া ২ নং পঞ্চায়েত এলাকার ঘোষপুকুর মোড়ে এমভিআই অফিসার সেজে বিভিন্ন গাড়ি থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করেন ৩ যুবক। রাস্তায় থাকা এক গাড়ির ড্রাইভার ঘটনার কথা বলাগড় থানায় জানান। পরবর্তী সময়ে জানা যায় ওই গাড়ির ড্রাইভারকেও আটক করেছিল ওই ৩ যুবক, এবং তার থেকে টাকাও দাবি করে। গাড়ির ড্রাইভার বলাগড় থানায় অভিযোগ জানানোর পর তৎক্ষণাৎ পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান বলাগড় থানার ওসি সোমদেব পাত্র। তৎপরতার সঙ্গে কাউকে পালাতে না দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা স্বীকার করে তারা এমভিআই'এর কেউ নয়। বেরিয়ে আসে আসল তথ্য, তিন যুবককেই গ্রেপ্তার করে বলাগড় থানা। জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে তিন যুবকের বাড়ি হুগলির শেওড়াফুলিতে। ধৃতদের নাম রঞ্জিত শীল (৩২),পঙ্কজ মণ্ডল (৩৫), জয়ন্ত দাস (৩৮)। বৃহস্পতিবার বলাগড় থানায় সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র, সিআই মগরা সৌমেন বিশ্বাস ও থানার ওসি সোমদেব পাত্র। ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র জানান, ধৃতদের কাছ থেকে একটি সাদা রঙের স্করপিও গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে। বাকি বিষয়ে তদন্ত চলছে। শুক্রবার তাদেরকে কোর্টে তোলা হয়। পুলিশ তাদের রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত চালাবে।

এবারের গঙ্গাসাগর মেলা
প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ

কুনাল মালিক

শুরু হয়ে গেছে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গঙ্গাসাগর মেলা। মকর সংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপের কপিলমুনির মন্দির সংলগ্ন সমুদ্রতটে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্য স্নান করবেন। ভারতবর্ষ তথা বিদেশ থেকেও প্রচুর তীর্থযাত্রী এবং পর্যটক এই দ্বীপে উপস্থিত হন। এই মিলন তীর্থ সাগরমেলাকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য রাজ্য এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন অনেক আগে থেকেই তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের সড়ক ও জলপথে নিরাপদে পারাপার করানো, সাগরমেলা প্রাঙ্গণে তাদের থাকার ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, শৌচালয়, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ নানা ধরনের পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হয় জেলা তথা রাজ্য প্রশাসনকে। সেই সঙ্গে সাগরমেলা প্রাঙ্গণে যাতে কোনও নাশকতামূলক ঘটনা না ঘটে তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে সদা তৎপর থাকতে হয়। এর ওপরে তীর্থযাত্রীরা যাতে নিরাপদে স্নান সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য প্রশাসনকে কঠোর নজরদারি করতে হয়। প্রসঙ্গত, এবারের গঙ্গাসাগর মেলা প্রশাসনের কাছে আরও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথমত লট নম্বর ৮ থেকে কচুবেড়িয়া যাবার পথে যে মুড়িগঙ্গা নদী পারাপার করতে হয় যাত্রীদের ভেসেলের মাধ্যমে, সেই মুড়িগঙ্গায় পলি জমে মাঝেমধ্যেই চড়া সৃষ্টি হয়। জেলা প্রশাসন অনেক আগে থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং করলেও, এবং ঘন কুয়াশার জন্য অ্যান্টি ফগলাইটের ব্যবস্থা করলেও, সাগরমেলা শুরু হবার আগেই ছন্দপতন হয়েছে। গত মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৪০ নাগাদ একটি ভেসেল লট নম্বর ৮ থেকে যখন কচুবেড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়, ঘন কুয়াশায় সেটি পথ হারিয়ে নদীর চড়ায় আটকে যায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি যাত্রীদের অন্যান্য ভেসলে করে সরিয়ে আনা হয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

অদ্ভুতুড়ে বাংলার শিল্পায়ন

এমএসএমই নথিভুক্তই নয় ৮০ লক্ষ শিল্প

সুবীর পাল, কলকাতা : এ যেন মরা গাঙে ভরা জোয়ার। আবার অন্যভাবেও বলা যায়, রাজ্যের শিল্প খতিয়ানে হদিস মিলল এক জমাটি ইন্দ্রজাল। রাজ্যের শিল্প মন্ত্রণালয়ের হিসাবে যে বিপুল পরিসংখ্যান মেলে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের খাতায় কলমে আদতে তা ভ্যানিশ হয়ে যায়।

আসলে অবাক হতে হয় একটি চমকে যাওয়া সাম্প্রতিকতম তথ্যের ভিত্তিতে। এটাই যেন একটা মিথ। আমাদের রাজ্য যেন শিল্পের মরুভূমির পোস্টারবয়। তবুও রাজ্য সরকারি নথি বলছে, বাংলায় মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যাটা নাকি ৯০ লক্ষ।

আরও অবাক হতে হয়, যখন এহেন ৯০ লক্ষ শিল্পের পরিসংখ্যান জানান দেয় পশ্চিমবঙ্গের

শিল্প দপ্তর, উত্তরপ্রদেশের পর মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের নিরিখে সারা দেশের মধ্যে এরাজ্যের স্থান তবে তো অবশ্যই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

এখানেই শেষ নয়। অবাক হওয়ার পালা আরও রয়েছে। কলকাতা চ্যাম্পারের মিনিস্ট্রি অফ মাইক্রো, স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস (এমএসএমই) এর জয়েন্ট ডিরেক্টর প্রদীপ কুমার দাস ব্যক্ত করলেন এক বিস্ফোরক শিল্প-আদমসুমারি। তিনি বলেন, রাজ্যের দেওয়া তথ্য অনুসারে এই ৯০ লক্ষ শিল্পের মধ্যে এমএসএমই'র নথিভুক্তের সংখ্যা মাত্র ১০ লক্ষ। অর্থাৎ বাকি ৮০ লক্ষ রাজ্যের শিল্পের কোনও তথ্য বা হদিশ কেন্দ্রীয় সরকারের এমএসএমই দপ্তরের কাছে নেই। এমনকী রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক থেকেও এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আমরা পাইনি।

এরপর সাতের পাতায়

মৎস্যজীবী ও বাঘে আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে প্রতিবাদ সভা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের ন্যায্য পাওনার দাবিতে ও জীবিকার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এপিডিআরের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা হল ৩১ ডিসেম্বর বিকালে কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার পেটকুলচাঁদ এলাকায়। এদিন এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন এপিডিআরের রাজ্যে সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর, এপিডিআরের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ, দ:২৪ পরগণা জেলা কমিটির সহ সম্পাদক মিঠুন মণ্ডল, সোনারপুর শাখা সম্পাদক দেবাশীষ ভট্টাচার্য, শুভ্র মল্লিক সহ আরো অনেকে। এই প্রতিবাদ সভায় অংশ নিয়ে এপিডিআরের রাজ্যে সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, 'সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর এই সরকার। আমরা দেখছি এই সরকার ছলে বলে কৌশলে সুন্দরবনে গ্রামসভা গঠন করেন না। কারণ এই গ্রামসভা হলে মৎস্যজীবী, বনজীবী মানুষের উপর বনদপ্তরের চাপিয়ে দেওয়া জোরজুলুম বন্ধ করতে হবে। সরকার জবরদস্তি বন্ধ করতে চায় না। তাই তো কুলতলির জর্জের হাটের আবুরালির মোল্লার মতন মৎস্যজীবী মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ২০২৩ সালে। ২০২৪ শেষ হল। ২০২৫ শুরু হলেও দেওয়া হল না তাঁর মৃত্যুর শংসাপত্র। তাঁর স্ত্রী পেলেন না বিধবার স্বীকৃতি। গত দশ বছরে ২০০ জনের বেশি বাঘে আক্রান্ত হলেও ৫%ও ক্ষতিপূরণ পায়নি। বর্তমানে কুলতলির হরিপদ দাস বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত। চিকিৎসা চলছে গত ৬ মাস ধরে কলকাতার পিজি হাসপাতালে। শুকদেব সাঁপুইয়ের চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। গোসাবার একজন মৎস্যজীবীর চিকিৎসা চলছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। এই ২০২৪ সালে ১৮ জন মৎসজীবী বাঘে ও কুমিরে আক্রান্ত হয়েছে। তাঁর মধ্যে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। কারও পরিবার কোনো সরকারি ক্ষতিপূরণ পায়নি। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরের সহযোগিতায় কাঁটামারির দিলীপ সরদার ও মৈপীঠ নগেনাবাদের অমল দণ্ডপাঠ হাইকোর্টের রায়ে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ফরেস্ট ভলেন্টিয়ার নেওয়া হল মাত্র অল্পকিছু। বাকি শয়ে শয়ে নিহতের পরিবার দরখাস্ত করে অফিস গিয়ে গিয়ে জুতোর শুকতলা শেষ হয়ে গেছে। গত বছর কুলতলির বনদপ্তর থেকে মহুল পাস প্রথমে বন্ধ করা হল। শেষের দিকে পাশ দেওয়া শুরু হল। যাচাই করা হল মৎস্যজীবীদের মনোভাব। একইরকম কুলতলির আশেপাশের নদীগুলো, জঙ্গলগুলো কোর জোন ঘোষণা করে চলছে। আপনার অলক্ষ্যে আপনি টেরও পাচ্ছেন না। বেশি দিন নয়, জাল গোটানোর কাজটা এবার শুরু হবে। শুরু হবে উৎখাত। মানুষ জীবিকা হারাবে। মৎস্যজীবী নদী, জঙ্গল হারাবে। গত লকডাউনেপ্রমান পেয়েছি জীবিকা হারালে কী হয়! হাজার হাজার মানুষের ঘরে ফেরার দৃশ্য। পরিযায়ী শ্রমিক, অসহায়। নদী জঙ্গলে মৎস্যজীবী দের উপর জলদস্যুর আক্রমণ দেখেছি, তাঁরসঙ্গে বনদপ্তরে অত্যাচার। ফাইন করা, নৌকা কেড়ে নেওয়া সহ মারধরের মতো ঘটনা আমরা এই বছরেই দেখলাম। বনদপ্তরের এক রক্ষীর জলদস্যুর হাতে নৃশংস হত্যার মতো ঘটনাও ঘটলো। আমরা দেখেছি এই ডিসেম্বর মাসে ছয়-সাতবার গ্রামে বাঘ ঢুকে যাওয়া। একটি স্কুল পড়ুয়া নিজের বাড়ির সামনে বাঘের আক্রমণ আক্রান্ত হয়। আমরা দেখেছি গ্রামের মায়েদের নদী কাদায় ম্যানগ্রোভ রোপণ, অথচ সেই টাকা আজও তাঁরা পায়নি। সমস্ত বিষয়টি মানুষকে বোকা বানানোর চক্রান্ত।'

প্রতিবাদ সভা থেকে যে যে দাবি গুলো তোলা হল- ১) সুন্দরবনের মৎস্যজীবী দের বিএলসি পাসের সংখ্যা অনেক বাড়াতে হবে। ২) কোনও বাফার এলাকাকে নতুন করে কোর এলাকা ঘোষণা করে মৎস্যজীবীদের জীবিকা কেড়ে নেওয়া চলবে না। ৩) মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। ৪) আবেদনের ৭ দিনের মধ্যে বাঘে আক্রান্ত পরিবারকে তার প্রাপ্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পরিবারের একজনকে স্থায়ী সরকারি চাকরি দিতে হবে। ৫) অবিলম্বে বাঘের আক্রমণে মৃত জর্জের হাটের আবুর আলি মোল্লার দেহ খুঁজে বের করতে হবে এবং মৃত্যুর শংসাপত্র দিতে হবে।

সাগর সঙ্গমের রূপচর্চা

প্রণব গুহ

মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা অংশে গঙ্গাসাগর তীর্থের কথা বলা হয়েছে, যা ১৫০০–২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তীর্থক্ষেত্রটির অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদান করে। মহাভারত অনুযায়ী পাণ্ডবগণ কৌশিক নদী তটদেশ থেকে যাত্রা করে গঙ্গাসাগর সংগমে– গঙ্গা ও সাগরের (সমুদ্র) মিলনস্থল উপস্থিত হন। হিন্দু ধর্মবিশ্বাসীদের মত অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলে গঙ্গার প্রধান দুটি শাখার একটি ভাগীরথী–হুগলি নদীর মোহনায় অবস্থিত সাগরদ্বীপের গঙ্গাসাগর হল মহাভারত–এ উল্লেখিত গঙ্গাসাগরসংগম।'

কিংবদন্তি আছে, গঙ্গাসাগরে সাংখ্য দর্শনের আদি–প্রবক্তা কপিলমুনির আশ্রম ছিল। একদা কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্মীভূত হন এবং তাদের আত্মা নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সগর রাজার পৌত্র ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে নিয়ে এসে সগরপুত্রদের ভস্মাবশেষ ধুয়ে ফেলেন এবং তাদের আত্মাকে মুক্ত করে দেন।

মহাকবি কালিদাস কর্তৃক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত ভাষার কাব্য রঘুবংশম থেকেও গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রে সেকালের কথা বই–এ ঊনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্র 'হরকরা' পত্রিকায় কপিলমুনি মন্দির নির্মাণের বিষয়ক উল্লেখের কথা বলা হয়েছিল। 'হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ অনুযায়ী, গঙ্গাসাগরে সর্বপ্রথম ৪৩৭ খ্রিস্টাব্দে কপিল মুনি মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

পালবংশের রাজা দেবপালের একটি লিপিতে তার গঙ্গাসাগর–সংগমে ধর্মানুষ্ঠান করার কথা বলা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত কপালকুণ্ডলায় গঙ্গাসাগরে পৌঁছানোর জন্য একটি বিপজ্জনক যাত্রার আভাস রয়েছে। কিন্তু উপরে বর্ণিত এইসব সাগরসঙ্গমের রূপ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

সাগর সঙ্গমের রূপের কিছুটা হদিস পাওয়া গেল বেঙ্গল গেজেটে। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে উইলসন নামে একজন কপিলমুনির মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। উক্ত ব্যক্তির লেখনি অনুযায়ী, বাঁশের বেড়া ঘেরা কপিলমুনির মন্দির ছিল অস্থায়ী, মন্দিরের সম্মুখে ছিল একটি প্রকাণ্ড বটগাছ, তার নীচে রাম ও হনুমানের মূর্তি। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বর্মণ কর্তৃক ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ভারতের তীর্থযাত্রা গ্রন্থে গঙ্গাসাগর মেলার উল্লেখ রয়েছে। এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে গঙ্গাসাগরে পৌষ বা মাঘ মাসে মকর সংক্রান্তির সময়ে তিন দিনের স্নান হয়, মেলা ৫দিন পর্যন্ত থাকে।'

মহামতি কপিলের আশীর্বাদ ধন্য সাগরসঙ্গমের রূপচর্চা শুরু হয় ভারতের স্বাধীনতার পরে। এই সময় থেকে তীর্থক্ষেত্রটির উন্নতি শুরু হয়। তরুণদেব ভট্টাচার্য রচিত গঙ্গাসাগর মেলা ও প্রাচীন ঐতিহ্য গ্রন্থে মন্দিরের ছবি প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী, স্থায়ী মন্দিরটি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পরিণত মন্দিরের আকারে আবির্ভূত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭০–এর দশকে স্থায়ী মন্দির নির্মাণে সহায়তা করে। পরবর্তী দশকগুলিতে মেলায় তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমান সময়ে, গঙ্গাসাগর মেলা ও তীর্থক্ষেত্র উপলক্ষে প্রত্যেক বছর পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তি বা পৌষ–সংক্রান্তির পূণ্যতিথিতে (জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি) লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম ঘটে।

এরপর বাৎসরিক রূপচর্চায় বদলাতে থেকে সাগরসঙ্গমের আভরণ। আমি সাংবাদিক হিসাবে ১৯৮৪ সালে প্রথম গঙ্গাসাগরে যাই সেই সঙ্গম ও মেলাক্ষেত্রের রূপের সঙ্গে আজকের মেলার রূপ কোনো মিল নেই। তখন মন্দির ও জেলাশাসকের ছোট্ট মেলা অফিস ছাড়া কোনো পাকা নির্মানই ছিল না। পুরোটাই ছিল হোগলার ছাউনি। আজ মেলা প্রাঙ্গন জুড়ে বিলাসবহুল কটেজ, হোটেল, ডালা আর্কেড, ফুড প্লাজা। এক কথায় দুর্গম তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগরের উত্তরণ ঘটেছে পুরোদস্তুর পর্যটন কেন্দ্রে। এরপর টানা ৩৮ বার গঙ্গাসাগর মেলায় আসতে হয়েছে সরকারি কাজের সূত্রে। সাক্ষী থেকেছি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম হিন্দু মেলার রূপ বদলের। দেখেছি কিভাবে মাটির রাস্তা ইটের হয়েছে, ইটের রাস্তা ঢালাই ও পিচের হয়েছে। দোকানিদের, যাত্রীদের হোগলার ছাউনি কীভাবে বদলে গিয়েছে আধুনিক 'পিলগ্রিম শেড' ও 'ডালা আর্কেডে'। ভগিরথের গঙ্গা আনয়ন, শিবের জটায় গঙ্গা আনয়ন ও মা গঙ্গার মাটির মূর্তি কিভাবে পাল্টে গিয়েছে বড় বড় স্ট্যাচুতে। স্যাতসেতে মন্দির থেকে কপিলমুনি কেমনভাবে স্থান পেয়েছেন ঝাঁচকচকে মন্দিরে, পাকা স্ট্রাকচারে পরিণত হয়েছে অস্থায়ী আশ্রমগুলি। কিভাবে জেনারেটরের আলো বদলে গিয়েছে বৈদ্যুতিক আলোয়। বিষ্ঠায় ভরা কিভাবে জল, স্থল, অন্তরীক্ষে নিরাপত্তা বদলে ফেলেছে এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, কোস্টাল গার্ড এবং পুলিশ। কিভাবে কাঠের নৌকা ও লঞ্চের জায়গা নিয়েছে লোহার ভেসেল ও বার্জ। কিভাবে সাগরের বিস্তৃত চর চুরি করে নিয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

আসলে গঙ্গাসাগর মেলা যে জেলা প্রশাসন পরিচালনা করে সেই ২৪ পরগণা বা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মেলা অফিসার বা এডিএম ও জেলাশাসক এই গঙ্গাসাগর মেলার রূপচর্চার কারিগর। যখন যে জেলাশাসক এসেছেন তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা রূপ বদলাবার চেষ্টা করেছেন এই মেলার। লক্ষ্য এই পুণ্যভূমিকে আরও সুবিধাজনক ও আকর্ষণীয় করে তোলা। তাঁরা সেই কাজ সফলভাবে করতে পেরেছেন বলেই আজ রূপ লাবণ্যে অপরূপ গঙ্গাসাগর মেলা। রূপ বদলের একটা ঘটনার কথা খুব মনে পড়ে। একসময় স্নানের রাস্তা গুলিয়ে ফেলায় পুন্যার্থীদের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটত প্রতি সেকেন্ডে। এক জেলাশাসক বিভিন্ন রাস্তায় বিভিন্ন রঙের আলো লাগানোর পরিকল্পনা করতেই হারিয়ে যাওয়ার সংখ্যা কমে গেল অভাবনীয়ভাবে। সেই থেকে চালু হল রাস্তায় আলো লাগানো যা আজও চলছে।

এভাবেই চলতে থাকবে গঙ্গাসাগর মেলার রূপচর্চা। আরও আরও লাবণ্যময়ী হয়ে উঠবে সকলের প্রিয় গঙ্গাসাগর মেলা।

সেবাকল্পে ভারত সেবাশ্রম সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি,গঙ্গাসাগর : ১৫০০ স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে নেমে পড়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। প্রত্যেকটি জায়গায় তীর্থযাত্রীদের খাবারসহ বিভিন্ন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন তারা।সাগরের ভারত সেবাশ্রম সংঘে ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং যাত্রী চাউনি চলছে প্রসাদ বিতরণও। আশ্রমের সন্যাসীরা জানালেন, ১৩ ও ১৪ তারিখ সারা দিনরাত ধরেই চলবে যাত্রা তরজা সহ ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান। তীর্থযাত্রীরা সারা রাত জেগে এইসব দেখে সময় কাটিয়ে নির্ধারিত সময়ে নিজেদের স্নান সারবেন। যেকোনপ বিপদে প্রশাসনের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে তারা প্রস্তুত। স্বামী প্রণবানন্দের সেবাধর্মকে মাথায় রেখে প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও ভারত সেবাশ্রম কোমর বেঁধেছে।

কপিলমুনির পাশাপাশি তারাপীঠের মা কালী দর্শন

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর: কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গণে এলে এ বছর পুণ্যার্থীদের আশীর্বাদ এবং দর্শন দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে তারাপীঠের মা কালী। তবে আসল তারাপীঠ মন্দির গঙ্গাসাগরে উঠে আসেনি, গঙ্গাসাগর মন্দির প্রাঙ্গণে তারাপীঠের মা কালী রূপে পুণ্যার্থীদের দর্শণ দিচ্ছে নবদ্বীপের স্বরূপগঞ্জ ঘাটের বাসিন্দা শান্তি গোস্বামী। তিনি তারাপীঠের মা কালীর বহুরূপী সাজে সেজে পুণ্যার্থীদের আশীর্বাদ দিচ্ছেন। গঙ্গাসাগরে এসে তারাপীঠের মা কালীর দর্শণ পেয়ে খুশি পুণ্যার্থীরা। মা কালীর সঙ্গে চলছে দেদার সেলফি। পুণ্যার্থীদের প্রণামীতে চলছে রুজি রুটি। এবিষয়ে বহুরূপী শান্তি গোস্বামী তিনি জানান, 'রুজি রুটির টানে বহুরূপী সেজে পুণ্যার্থীদের মনোরঞ্জন করছি। পুণ্যার্থীদের তরফ থেকে ভালোবাসা পাচ্ছি।

পুণ্যার্থীদের প্রণামিতে চলছে উপার্জন। উপার্জনের টানে নবদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগরে এসেছি। গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হলে আবারও পরিবারের কাছে ফিরে যাব।' এবিষয়ে গঙ্গাসাগরে আশা এক পুণ্যার্থী তিনি বলেন, 'গঙ্গাসাগরে এসে কপিলমুনি দর্শণের পাশাপাশি তারাপীঠের মা কালীকে দর্শণ পাবো কোনদিন ভাবিনি। আমাদের খুবই ভালো লাগছে। ওনার এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই।'

তীর্থযাত্রীদের বরণে প্রস্তুত নামখানাও

রবীন দাস : এবছরও লট নম্বর ৮–এর পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত নামখানা পয়েন্ট। ইতিমধ্যে পরিষেবার জন্য সব অফিসও খুলে দেওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগরে যাওয়ার জন্য বুধবার রাত থেকে পুণ্যার্থীরা গাড়ি ও ট্রেন পথে নামখানায় আসতে শুরু করেছেন। এবছর মেলার জন্য নামখানা পয়েন্টে মোট ২টি অস্থায়ী বাস স্ট্যান্ড তৈরি করা হয়েছে। আরও একটি বাসস্ট্যান্ড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নামখানায় পুণ্যার্থীদের বাসের সংখ্যা বাড়লে তখন ৩ নম্বর বাসস্ট্যান্ডটি ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও পুণ্যার্থীদের রাত্রি যাপনের জন্য বড় বড় ৪টি যাত্রীশেড তৈরি করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের নদী পারাপারের জন্য হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীতে দুটি অস্থায়ী জেটি তৈরি করা হয়েছে। এই দুটি জেটি থেকে সাগরের বেণুবনে যাওয়ার জন্য লঞ্চগুলি ছাড়া হবে। অন্যদিকে স্থায়ী জেটিতে বেণুবন থেকে আসা লঞ্চগুলি থেকে পুণ্যার্থীদের নামানো হবে। সেই কারণে পলটন জুড়ে স্থায়ী জেটি ঘাটটি আরও ৩০ ফুট বাড়ানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, পুণ্যার্থীদের নদী পারাপারের জন্য নামখানায় মোট ৭০টি লঞ্চ চলাচল করবে। প্রতিটি লঞ্চ ১০০ জন করে

যাত্রী বহন করতে পারবে। পরিষ্কারভাবে সেই নির্দেশ প্রতিটি লঞ্চে লেখা রয়েছে। গত বছর নামখানা পয়েন্টের জন্য পিএইচই ৩লক্ষ পানীয় জলের পাউচ তৈরি করেছিল। এ বছরও একই লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী পানীয় জলের পাউচের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নামখানা পয়েন্টে পুণ্যার্থীদের দেওয়ার জন্য পানীয় জলের পাউচ তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে হাওয়ার দাপটে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই পাশে লাগানো গঙ্গাসাগর মেলার বেশ কয়েকটি ফ্লেক্স ভেঙে পড়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেগুলিকে আবার লাগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস বলেন, 'গঙ্গাসাগর মেলার দিকে তাকিয়ে নামখানা পয়েন্টকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পুণ্যার্থীরাও আসতে শুরু করেছেন। সবদিক থেকে প্রশাসন সতর্ক রয়েছে।'

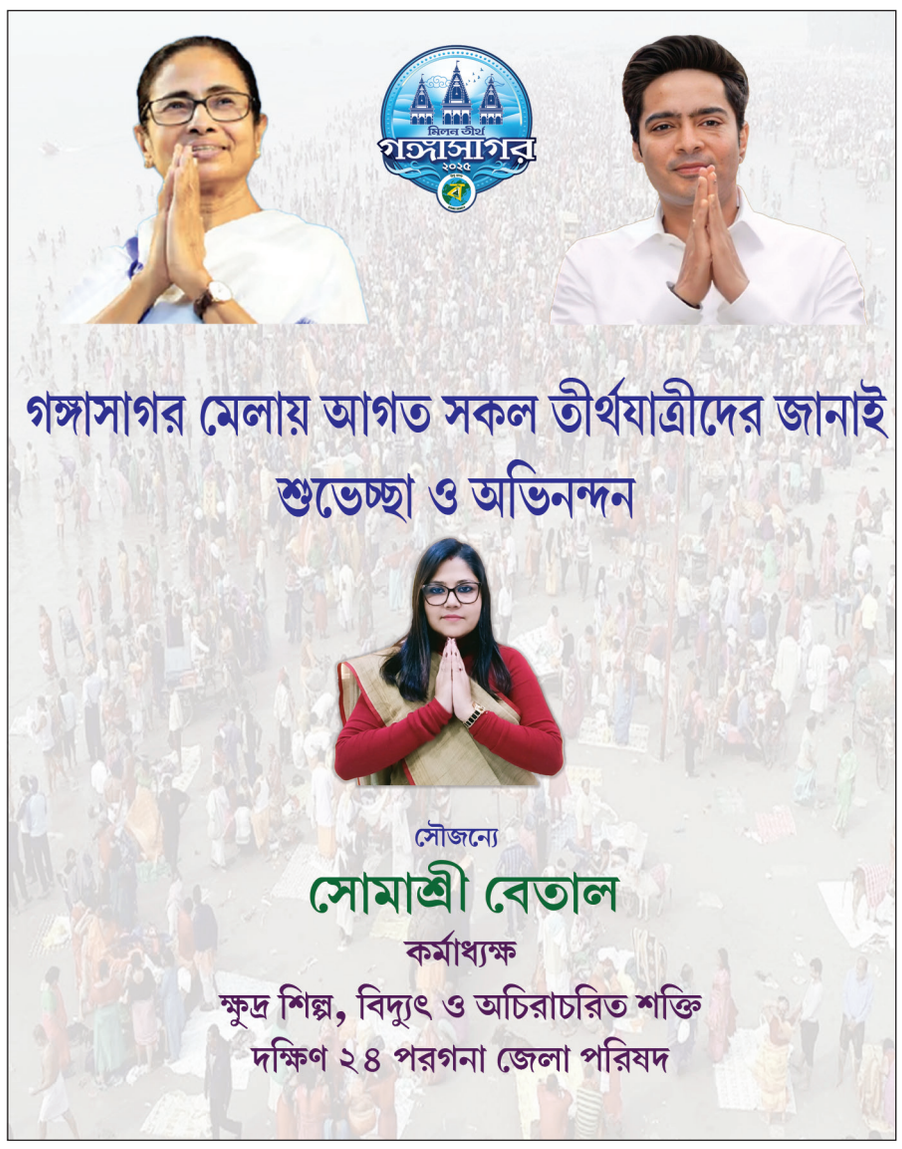

শোভাযাত্রার মাধ্যমে সূচনা হল মেলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২০২৫ গঙ্গাসাগর মেলার শুভ সূচনা হল ১০ জানুয়ারি শুক্রবার। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে নীল সাদা বেলুন আকাশে উড়িয়ে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, দমকল বিভাগ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং সঙ্গে পা মেলান জেলাশাসক, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী, সুন্দরবন পুলিশ

জেলার পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। একই সঙ্গে সমগ্র গঙ্গাসাগর মেলাকে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলতে গঙ্গাসাগরে মেগা কন্ট্রোল রুমের ও সূচনা করা হয়। এই মেগা কন্ট্রোল রুম থেকে মেলার কটা দিন প্রায় ১২০০ সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলার প্রতিটি পয়েন্টে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হবে।

এবারের গঙ্গাসাগর মেলা

প্রথম পাতার পর

মেলার সময় আরো লক্ষ লক্ষ পুর্ণ্যাথী যখন এই পথে যাতায়াত করবে তখন কী পরিস্থিতি হবে সেই ভেবে প্রশাসন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে, পরপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এবং সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে অনেক স্নান ঘাট যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলা প্রশাসন সেই ক্ষতিগ্রস্ত স্নান ঘাট সংস্কার করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ ক্ষত নিরাময় হয়নি। আবার জানা যাচ্ছে মকর সংক্রান্তির দিন ভরা কটাল থাকবে সমুদ্রে। সেদিন যদি জলোচ্ছ্বাস হয় তাহলেও পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হয়ে উঠতে পারে। সেদিকেও জেলা প্রশাসন কড়া নজর রাখছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতিও যাতে এই বৃহত্তর ধর্মীয় মেলায় কোনও প্রভাব ফেলতে না পারে তার জন্য গোয়েন্দা দপ্তরকে সজাগ থাকতে হচ্ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথা রাজ্যে বেশ কয়েকজন জঙ্গি ধরা পড়ায় অনেকের মনেই অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে। যাতে এই বৃহত্তম মেলায় কোনও নাশকতামূলক ঘটনা না ঘটে তার জন্য পুলিশ প্রশাসন সদা তৎপর আছে। সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন নদীপথে পুলিশ বাহিনী নজরদারি বাড়িয়েছে। উপকূল রক্ষী বাহিনীকেও সজাগ থাকতে বলা হয়েছে। নামখানা থেকে নদীপথে চেমাগুড়ি হয়ে ভেসেলের মাধ্যমে অনেক তীর্থযাত্রীরা আসেন। এই নদীপথে বহু বাংলাদেশী জাহাজ যাতায়াত করে। পুলিশ প্রশাসন প্রতি জাহাজে উঠে তল্লাশিও চালাচ্ছে। সব মিলিয়ে এবারের গঙ্গাসাগর মেলা প্রশাসনের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে।

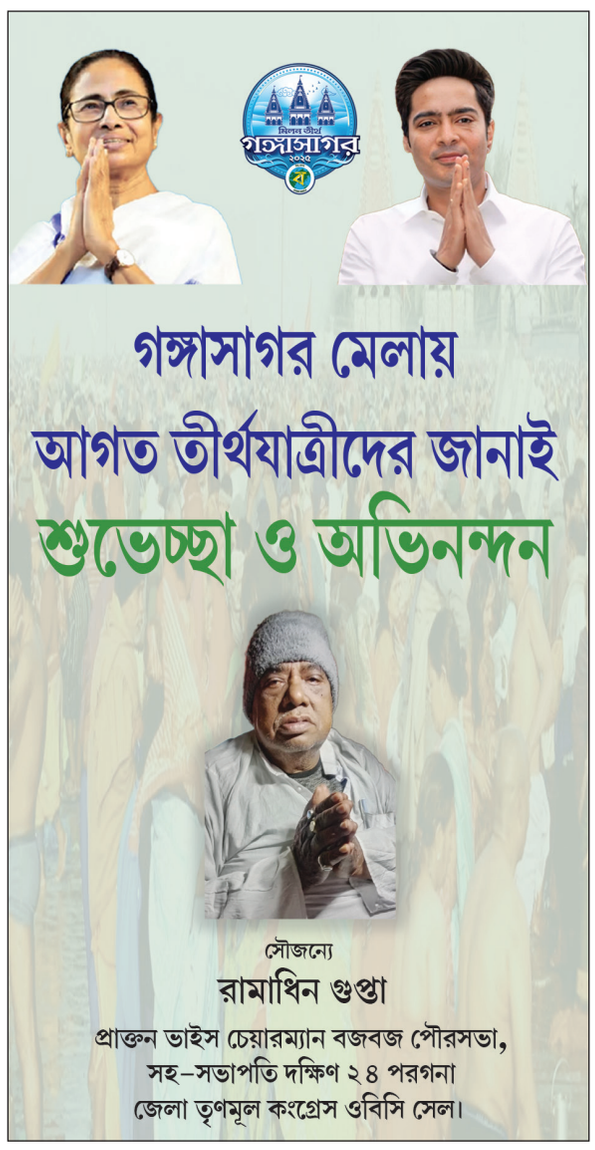

নতুন চিনা ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য সাগর মেলায় কি বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে?

কুনাল মালিক : করোনা ভাইরাসের ঝড় থামার ৫ বছর পরই আবার নতুন করে এইচএমপিভি নামে চিনা ভাইরাস খবরের শিরোনামে উঠে আসছে। চীন দেশে প্রচুর মানুষ এবং শিশু এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ভারতের কর্ণাটক এবং বেঙ্গালুরুতে এই ভাইরাস আক্রান্তের মানুষের দেখা মিলেছে। এমনকী কলকাতার বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে এক সাড়ে ৫ মাসের শিশুকেও আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যদিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা বলছেন, এই ভাইরাস নতুন কিছু নয়, এর আগেও এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। এই নিয়ে অহেতুক গুজব বা আতঙ্ক ছড়ানো উচিত নয়। প্রসঙ্গত করোনাভাইরাস যখন বছর পাঁচেক আগে শুরু হয়েছিল, তখন প্রথম দিকে আমাদের ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি। পরবর্তী সময়ে করোনা ভাইরাসের জন্য লকডাউন পর্যন্ত করতে হয়েছে সরকারকে। প্রচুর

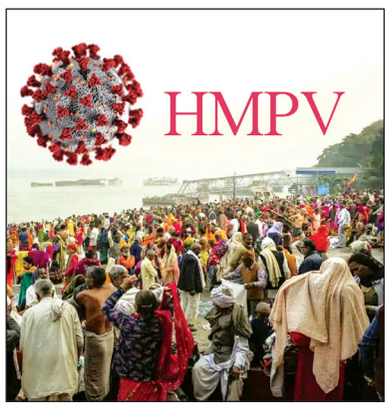

মানুষের প্রাণ নিয়েছে এই করোনা ভাইরাস। তাই নতুন চিনা ভাইরাস নিয়ে মানুষ যথেষ্ট চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন আছে। আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ পুর্ণ্যাথীর আগমন ঘটবে সাগরদ্বীপে। করোনাকালে আমরা দেখেছি প্রশাসনকে কড়া হাতে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে। সেইসময় সাগর মেলায় মাস্ক অপরিহার্য ছিল এবং বিভিন্ন জায়গাতে তীর্থযাত্রীদের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। এমনকী মকর স্নানের ব্যাপারেও যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিল। এখন প্রশ্ন আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় এইচএমপিভি ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য প্রশাসন কি অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে চলেছে? এই প্রশ্নে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার জয়ন্ত সকুল জানালেন, 'আমরা সতর্ক আছি। তবে আলাদা কোনরকম প্রতিরোধের ব্যবস্থা হবে না। তবে সাধারণত আমরা বলে থাকি বেশি ভিড়ভাট্টা হলে দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক পড়া উচিত। এর ফলে ধুলোবালি ও অন্যান্য ভাইরাস থেকেও আমরা নিরাপদ থাকতে পারি। করোনার সময় থেকে অনেকেরই ওই অভ্যাসটা হয়ে গিয়েছে। তবে এই সাগর মেলায় এইচএমপিভি ভাইরাসের জন্য আলাদা কোন বিধিনিয়ম থাকছে না।'

প্রস্তুত এনডিআরএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যেকোনো দুর্যোগে দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে গিয়ে সমাধান করে এনডিআরএফ। প্রতিবছরের মত এ বছরও গঙ্গাসাগর মেলা নির্বিঘ্নে পরিচালন করবার জন্য প্রস্তুত ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স। পাঁচ ব্যাটেলিয়ান সমেত তারা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন সাগর প্রাঙ্গনে। এছাড়াও তাদের সাথে রয়েছে বিশেষ ডগ স্কোয়ার্ড। যার নাম কে-৯, এসব কুকুরদের দিয়ে অনবরত চলছে নজরদারি। নাশকতামূলক কাজকর্ম যাতে এড়ানো যায় সে বিষয়ে মাথায় রেখে চলছে কড়া নজরদারি। ব্যাটেলিয়ানের মধ্যে রয়েছেন মহিলারাও। এনডিআরএফের কড়া নজর থাকে জলজানের উপর। দিক বিভ্রান্ত হয়ে গেলেই পথ দেখায় তারা। এ বছর নতুন সংযোজন হয়েছে রেডিও র‍্যাডারেরও। জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি সামলানোর জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত ব্যাটেলিয়ানেরা ইতিমধ্যেই মেলা প্রাঙ্গন, কচুবেড়িয়া, লট-৮, নামখানা এবং বেণুবনে যাত্রী সুরক্ষায় নেমে পরেছেন। তাদের সঙ্গে রয়েছেন মেডিকেল ফাস্ট রেসপনডেন্টরাও। এনডিআরএফের উচ্চ আধিকারিকগণ প্রস্তুতি ও মনবলের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন তারা বলেন, 'আমাদের টিম প্রশিক্ষিত, অনুপ্রাণিত এবং যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। আমরা প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনলাইনের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের সাহায্যে ও সহযোগিতা করতে আসেন প্রায় ২০০ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী সংস্থাদের বিনামূল্যে বাস, ভেসেল ও টোটো যাতায়াতের জন্য জেলাশাসকের দপ্তর থেকে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়। কাগজপত্র সংগ্রহ করতে সংস্থাগুলিকে দূরদুরান্ত থেকে আলিপুরে আসতে হয়। উৎসব সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে গোটা ব্যবস্থাটি স্বচ্ছ ও সরলীকরণ করতে ভার্চুয়াল আবেদন করার পদ্ধতি চালি করবার। এই মর্মে ইতিপূর্বে কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী জানান, রাজ্য সরকার সর্বত্রই অনলাইন পদ্ধতি বলবৎ করার পক্ষে সেখানে জেলাশাসক অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতি বাতিল করে কেন ম্যানুয়াল পদ্ধতি বহাল রাখলেন?

সনাতন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পক্ষ থেকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেখা গিয়েছে উপচে পড়া ভিড়। এই আশ্রমে ব্যবস্থা রয়েছে যাত্রীদের চাউনি সহ প্রসাদের।

ইসসনের সেবা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মত এবছরও মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগর মেলায়, ইসকন গঙ্গাসাগর শাখা কেন্দ্র দ্বারা (গঙ্গাসাগর মেলার ৫ নম্বর রাস্তায় হ্যালিপ্যাড ও কে-২ বাস স্ট্যান্ডের নিকটে) তীর্থযাত্রীদের জন্য সেবা শিবির তৈরি করা হয়েছে। এই সেবা শিবির ২০ বছরে পদার্পণ করলো। ১১ জানুয়ারী শনিবার ২০২৫ থেকে চলবে ১৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ২০২৫ পর্যন্ত, এই ৬ দিনব্যাপী। এবছর লক্ষাধিক তীর্থযাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে, চিকিৎসা শিবির ও বস্ত্র বিতরণ, গীতা ও ধর্মীয় পুস্তক বিতরণ ইত্যাদি পরিসেবা দেওয়া হবে। এছাড়াও ৬০০ স্বেচ্ছাসেবক এই সেবা শিবিরে নিরলসভাবে দিবারাত্রি সেবায় নিযুক্ত থাকবেন। অস্থায়ী রাত্রিকালীন বাসস্থান দেওয়া হবে।

বিশ্ব শান্তি, সংহতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের জন্য ১০ জানুয়ারি সমুদ্র সৈকতে আন্তর্জাতিক ভক্তবৃন্দের দ্বারা(২টো থেকে ৫টা পর্যন্ত)বিশেষ হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হবে। ১১ জানুয়ারি শনিবার সকাল ৬ টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত ইসকন গঙ্গাসাগর মন্দির থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে ও বিকেল ৩ টে থেকে ৭ টা পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে মহা হরিনাম ও নগর সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্ব শান্তির প্রচার এবং ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ২১টি দেশের ৮০ জন আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীর আনন্দময় বৈদিক নৃত্য এবং আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর পরিণত হবে মিলন মেলায়। গঙ্গাসাগর মেলার সাফল্য ও আগত তীর্থযাত্রীদের মঙ্গল কামনায় ইসকন গঙ্গাসাগর মন্দিরে একটি বিশেষ যজ্ঞের আয়োজন করা হবে ১২ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ এই ৪ দিনব্যাপী বিকেল ৪ থেকে ৫ টা পর্যন্ত এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান চলবে। আধ্যাত্মিক ও মানবিক মূল্যবোধকে বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসকনের এই মহান উদ্যোগ।

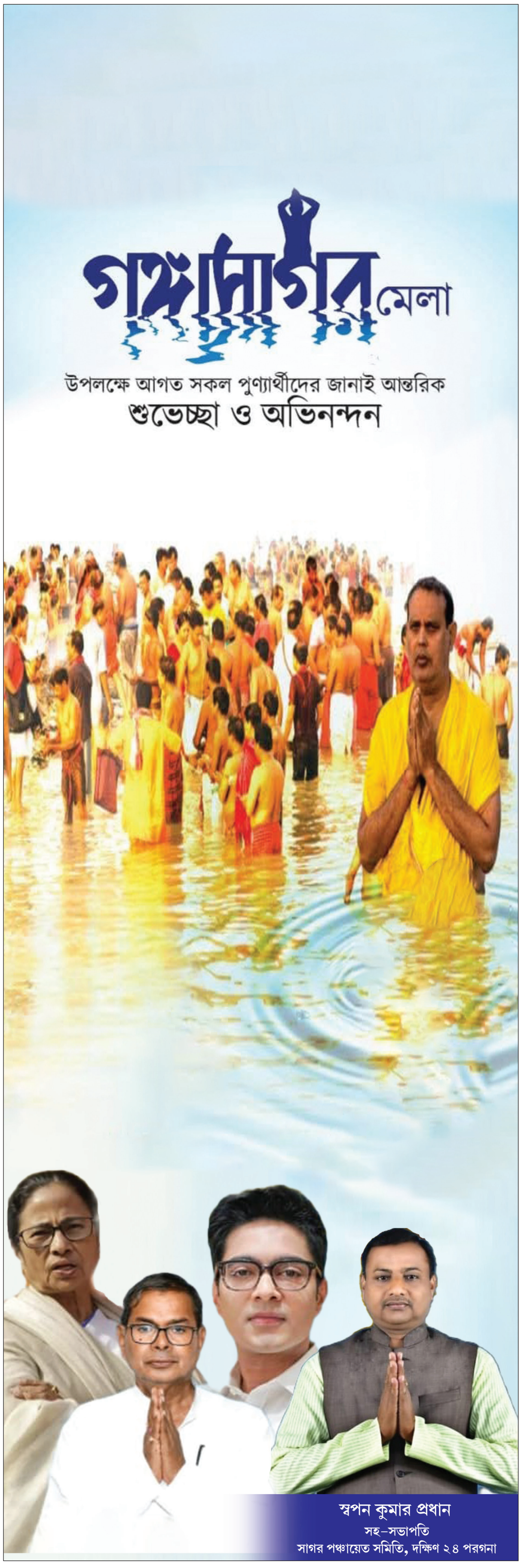

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১১ জানুয়ারি – ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫

বিবেকের সন্ধানে

'বিশ্ববিবেক' কী খোয়া গিয়েছে? এই প্রশ্ন ফিরে ফিরে আসে ইংরেজি বছরের প্রথমেই। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন জাতীয় যুবদিবস হিসাবে জাতীয়স্তরে পালন করা হয়ে থাকে। যুব চেতনায় জাগ্রত বিবেক সমাজকে উন্নতির দিকে, সার্বিক সাফল্যের দিকে এগিয়ে দেয়। স্বামীজির দেহত্যাগ এরপর রামকৃষ্ণ ভাব অন্দোলন বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রমের মত নানা প্রতিষ্ঠান মানব কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করেছে। বিপদে আপদে মানুষের সেবায় তারা নিয়োজিত থেকেছেন। প্রভুপাদ শ্রীল কৃষ্ণভাব আন্দোলনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ইসকন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'ইসকন' সংগঠনটিও মানুষের বিপদে আপদে পাশে থেকে কাজ করে চলেছে।

মানুষের নিঃস্বার্থ ভালো করার মানসিকতার পাশাপাশি চূড়ান্ত স্বার্থপরতা আর হিংসা ক্রমবর্ধমান। একখণ্ড জমি কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করতে কত সহজেই 'সুপারি কিলার' নিয়োগ করা হচ্ছে। ব্যক্তি হিংসা থেকে গোষ্ঠী হিংসার চূড়ান্ত ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্ত ঘটে চলা বাংলাদেশের প্রতিদিনের সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতন। অন্যায় দেখেও বিবেকের প্রতিবাদী ভাষা হিন্দু নির্যাতন। এরাজ্যের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী গরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলগুলির। যারা খুব সহজেই গান বাঁধেন, মঞ্চ ছাড়াই প্রয়োজনে পথনাটিকা করেন সর্বপরি পথে নেমে থাকেন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। অর্ন্তজাতিক নানা ঘটনায় তাঁরা আলোড়িত হন। বিস্ময়ের ব্যাপার এতগুলি জ্ঞানী প্রগতিশীল মানুষজন বাংলাদেশের অশান্তি, অস্থিরতায় মৌন থাকেন কীভাবে?

জাতপাত মানুষের হাতে নেই, তবু এরই ভিত্তিতে সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক সংরক্ষণ দেশের মেধাকে সংকুচিত করছে সেই সঙ্গে বিবেককেও। গণমাধ্যমের গুরুত্ব এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিবেক জাগরণে 'সেলিব্রিটি' মানুষজনদের ভূমিকাও কম নয়। অতীতে তার নানা নজির আছে। এখন 'সেলিব্রিটি' বুদ্ধিজীবীদের ওপর মিডিয়া ফোকাস মূলত রাজনীতি নির্ভর। বিবেকের ঘরে বাতি জ্বালানোর লোকজন কমে গেছে। পণ্যসংস্কৃতি আর বিজ্ঞাপনের জোয়ারে সামাজিক ন্যায়ের ভাবনা ক্রমশ ভেসে যাচ্ছে। জাতপাতকে জাগ্রত রাখতে স্বচ্ছ চেতনা বিবেক যেন নিরুদ্দেশ্যের পথিক হয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে প্রতিবেশি বাংলাদেশের বিবেকহীনতা সাধারণ মানুষকে পীড়িত করছে। পাকিস্থান, প্যালেস্টাইন, ইসরাইল, সিরিয়া, ইউক্রেন, রাশিয়া সর্বত্রই বিবেক হীনতার হাতছানি। রাজনৈতিক দলগুলির 'নির্বাচিত প্রতিবাদ' মনুষ্যত্বের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে।

বিশ্ববিবেকের জাগরণ আজ জরুরী। রাষ্ট্রনায়কদের শুভবুদ্ধির উদয়ের ওপর নির্ভর করছে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি উন্নয়ণ। বিবেকের পথে যদি রাষ্ট্রগুলিকে রাষ্ট্রসংঘ চালিত করার পদ্ধতি ও পথ উদ্ভাবন করতে পারেন তাহলেই হানাহানি আর পেশী প্রদর্শণের অসুস্থ লড়াইয়ের অবসান হতে পারে। নানা ধর্মীয় পাঠে, শিক্ষাব্যবস্থায়, আমলাতান্ত্রিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিবেককেন্দ্রিক বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করলে বিবেকহীনতা বিশ্বকে অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

যে অধমসত্ত্ব জাতক মোহমূঢ়, অতি ভোগী, দুষ্কর্ম পরায়ণ, বহু বহু জীবনেও মোক্ষলাভ হবে কি না, তা সন্দেহের বিষয়, এমন নিকৃষ্ট জন্মকে অত্যন্ত তামস জন্ম বলে। পূর্বজন্মকৃত বাসনায় যথাযগ্য চরিত্র নিয়ে স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমনের উপযুক্ত জাতকের জন্ম কে রাজস জন্ম বলে। রাজস জাতক মোক্ষ বিষয়ে সন্দিহান, কিন্তু কয়েক জন্ম ভোগের পরে সে মোক্ষে আগ্রহী হয়। রাজস জন্মে যদি বৈরাগ্য উদয় হয়ে তত্ত্বজ্ঞানের নিকটবর্তী হয়, তবে সেই জন্ম কে রাজসসাত্ত্বিক জন্ম বলে। রাজস জন্ম যদি শত জন্ম ভোগবহুল হয়ে তারপর মোক্ষোপযুক্ত হয় তবে সেই জন্মকে রাজসতামস জন্ম বলে। রাজস জন্ম যদি সহস্র জন্মের পরে মোক্ষ সম্ভাবনাময় হয় তবে তা রাজস–অত্যন্ত তামস বিবেচিত হয়। সহস্র জন্মেও মুক্তি সম্ভাবনা নেই এমন জন্ম হল তামস জন্ম। অত্যন্ত তামস জন্ম বলে সেই জন্মকে যদি লক্ষ জন্মেও মোক্ষের উপযুক্ত না হয়। আবার তামস জন্মে যদি প্রবল পুরুষকার সহায়ে প্রচেষ্টাশীল হয়ে মুক্তি লাভ হয় তবে সেই জন্মকে তামসসত্ত্ব বলে। এই বিচিত্র জীব–জন্ম ব্রহ্ম হতে উত্থিত হয়। মহাকাশ হতে যেমন ঘটাকাশ কল্পিত হয়, তমনই ব্রহ্ম হতে জীবকল্পনা উদগত হয়, প্রদীপ হতে যেমন কিরণরাশি বিচ্ছুরিত হয়, তেমনই ব্রহ্ম হতে জীবজন্ম বিচ্ছুরিত হয়। এই উদ্ভব বস্তুতঃ প্রতীয়মানতা ভিন্ন আর কিছু নয়। ব্রহ্ম হতে উদ্ভব, নাম–রূপের অবসানে ব্রহ্মেই লীন হওয়া, ভগবানের এ এক বিলাস–ইচ্ছা। হে রাঘব! প্রকৃত অর্থে 'ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন' কথাটি তত্ত্বজ্ঞান পরিপন্থী। ব্রহ্ম হতে যখন সকলই অভিন্ন, তখন সবই ব্রহ্মময়। তাহলে 'ব্রহ্ম হতে উদ্ভবে' অতত্ত্বজ্ঞতা উপস্থিত হয়। অজ্ঞজনের কাছেই ব্রহ্ম এবং জীব ভিন্নরূপে জ্ঞানগোচর হয়। পুষ্প এবং সৌরভ যেমন অভিন্ন, পুরুষ এবং তাঁর কর্মও তেমনই অভিন্ন। পুরুষ এবং তাঁর কর্ম ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মেই লীন হয়, এই কথা ব্যবহারিক সুবিধার্থে বলা হয় মাত্র। যে ভিন্নতা জগতে দেখা যায়, সেই প্রতীয়মানতার কারণ কি? আমার মতে আত্মবিস্মৃতিই এর কারণ। রাম বললেন– কর্ম দ্বারা কর্তার সৃষ্টি, কর্তা কর্ম কৃত হয়, একথা বেদে বলা আছে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

জানেন কি?

ডেনমার্ক বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ হিসেবে র‍্যাঙ্ক করেছে, যেখানে সপ্তাহে ৩৩ ঘণ্টা কাজ, ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ২০ ডলার, বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসা সেবা সম্পূর্ণভাবে ফ্রি, শিশুদের জন্য যৎনও ফ্রি এবং দুর্নীতি নেই বললেই চলে

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ব্যাখ্যা

কেশব চন্দ্র মণ্ডল

ভারতবর্ষের সংবিধান হল পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। এই সংবিধানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত করে এর মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতা ও গরিমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখানে নমনীয়তা ও অনমনীয়তার মিশ্রণ প্রতিফলিত হয়। দীর্ঘদিন ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকায় ভারতবর্ষের সংবিধানে বৃটেনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্পষ্ট ও ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক, বি আর আম্বেদকর ও গণপরিষদদের অন্যান্য সদস্যগণ তাদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় সংবিধানকে এক জীবন্ত দলিলে পরিণত করেছেন। ১৯৫০ সালে ২৬ শে জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ ও কার্যকর করার সময় মূল সংবিধান ২২টি অংশে বিভক্ত ছিল এবং এর অন্তর্গত ধারার সংখ্যা ছিল ৩৯৫টি এবং সেখানে মোট ৮টি তফসিল ছিল। তবে দীর্ঘ ৭৫ বছরে বার বার (১০৬ বার) সংশোধন ও পরিমার্জনের ফলে বর্তমানে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে – ২৫টি অংশ, ১২টি তফশীল ও ৪৪৮টি ধারায়।

তবে বর্তমান আলোচনাতে কেবলমাত্র সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বিষয়েই আলোকপাত করা হবে। এছাড়া মৌলিক অধিকার এবং পৌর ও সাধারণ অধিকারের মধ্যে যে সুক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে সে বিষয়েও আলোচনা করা হবে। মূলত সংবিধানের তৃতীয় অংশে ১২ থেকে ৩৫নং ধারায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমূহ লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে– আসলে মৌলিক অধিকার হল সেই সকল অধিকার যা আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। অর্থাৎ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হলে বা লঙ্ঘিত হলে তার প্রতিকারের জন্য নাগরিকগণ উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবে। আমাদের দেশে নানারকম অধিকার আছে যেমন ধরুন মানবাধিকার, আইনী

অধিকার, সামাজিক অধিকার, পৌর অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত অধিকারের সঙ্গে মৌলিক অধিকারের পার্থক্য হ'ল এই যে মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধান স্বীকৃত ও তা আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। এছাড়া মৌলিক অধিকার বাদ দিয়ে কোন নাগরিকের পক্ষে বেঁচে থাকা, জীবনযাপন করা ও তার ব্যক্তিস্বত্তার বিকাশ ঘটানো সম্ভবপর হয় না। তাহলে এবার দেখা যাক নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধান কি বলছে।

প্রথমেই ১২নং ধারায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– রাষ্ট্র বলতে বোঝায় সরকার এবং ভারতের পার্লামেন্ট এবং প্রতিটি রাজ্যের সরকার ও আইনসভা এবং ভারতীয় ভূখণ্ডের অন্তর্গত ও ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত স্থানীয় ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ। আর দেশের আইন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ১৩নং ধারায়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবিধান চালু হবার পূর্বে ভারতে প্রচলিত সমস্ত আইন, যা বর্তমান সংবিধানে উল্লিখিত আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আরো বলা হয়েছে, রাষ্ট্র এমন কোনও আইন প্রনয়ণ করবে না বা কোন রাষ্ট্র যদি এমন কোন আইন প্রনয়ণ করে যেটা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে, তবে সেই আপত্তিজনক অংশটি বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

এরপর নাগরিকদের সমতার অধিকার বিষয়ে বলা হয়েছে ১৪ থেকে ১৮ নং ধারায়, ভারতীয় সংবিধান এমনটাই উদার যে এখানে ১৪নং ধারায় উল্লেখ করা আছে ভারতরাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে 'আইনের চোখে সমতা' ও 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হবার' অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। অর্থাৎ এখানে রাষ্ট্রের কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৫নং বলা ধারায় হয়েছে– রাষ্ট্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোন নাগরিকের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। তবে ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যদি এদেশের আইনত নাগরিক না হন তবে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

আমাদের দেশ আজও অনেকটাই সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন। এখানে জাতপাতের সমস্যা, ধর্মের সমস্যা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সমস্যা প্রকট না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে সর্বত্রই প্রায় জাল বিস্তার করে রয়েছে। তাই সংবিধানের ১৫(২)নং ধারায় বলা হয়েছে ধর্ম, বংশপরিচয়, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা এসবের কোনও একটির কারণে একজন নাগরিককে কোনও প্রকার দোকান, জনসাধারণের ব্যবহার্য রেঁস্তোরা, হোটেল বা জনগণের জন্য ব্যবহৃত আমোদ প্রমোদের স্থানে প্রবেশ ও ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করা, অক্ষম করা বা বাধা দেওয়া যাবে না। এছাড়াও কোনও নাগরিককে নলকূপ, পুকুর, স্নানের ঘাট, রাস্তাঘাট, সরকারি রিসর্ট, যেটা কিনা সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে রাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্যে চলে অথবা জনগণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে তা ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না(ধারা ১৫খ)। আবার ১৫(৩) নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রকে নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া যাবে না। এমনকি রাষ্ট্র যদি মনে করে সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর নাগরিক যেমন তপশিলি জাতি ও উপজাতির নাগরিকদের জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে বাধা দেওয়া যাবে না (ধারা ১৫(৪))। রাষ্ট্র এমনকী অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর নাগরিকদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে (ধারা ১৫(৬)ক)। পুনরায় ১৬নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান, বাসস্থান বা এর কোনও একটির কারণে কোনও নাগরিককে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে গণ্য করবে না। তবে রাষ্ট্র কোনও কোনও বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। যেমন ধরুন পুলিশে চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ উচ্চতা ও দৈহিক গঠন প্রয়োজন হয়। আবার দার্জিলিং ও উত্তর–পূর্বাঞ্চলের তথা কিছু শ্রেণীর নাগরিকদের উচ্চতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ও দেওয়া হয়ে থাকে।

(আগামী সংখ্যায়)

দেশ দেশান্তরে

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তারে নতুন পরোয়ানা

সুমন্ত ভৌমিক

দক্ষিণ কোরিয়ার অভিশংসিত প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইউলকে গ্রেপ্তারে নতুন করে পরোয়ানা জারি করেছেন দেশটির একটি আদালত। তদন্তকারীদের নতুন করে পরোয়ানা জারির আবেদনের পর গত মঙ্গলবার তা মঞ্জুর করে আদালত। এর আগে প্রথমবার তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন তদন্তকারীরা। গত ৩ ডিসেম্বর হঠাৎ করেই দেশে সামরিক শাসন জারি করেছিলেন প্রেসিডেন্ট। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। পরে সামরিক শাসন জারির ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেন ইউন। আর সামরিক শাসন জারির মতো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্টে তাকে অভিশংসিত করা হয়। এর আগে ইউনকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর সদস্যরা। তবে রাজধানী সিউলে তার রাষ্ট্রীয় বাসভবনের বাইরে অবস্থানকারী শত শত সমর্থক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বাধায় গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হন তারা। ওই সমর্থকেরা এখন তার বাসভবন ঘিরে রেখেছেন। তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইউনকে গ্রেপ্তারে পরোয়ানার আবেদন করার পর আদালত তা মঞ্জুর করেন। এর আগে জারি করা পরোয়ানার মেয়াদ ছিল সাত দিন। তবে নতুন পরোয়ানার মেয়াদ সম্পর্কে কিছু জানায়নি দেশটির তদন্ত সংস্থা করাপশন ইনভেস্টিগেশন অফিস। ইউনকে যদি নতুন পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা যায়, তাহলে তিনি হবেন গ্রেপ্তার হওয়া প্রথম কোন দেশের প্রেসিডেন্ট। তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের অভিযোগে তদন্ত চলছে। এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে কারাদণ্ড এমনকী মৃত্যুদণ্ডের সাজাও হতে পারে।

ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কে আফগানিস্তান

গত বুধবার দুবাইতে আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ও ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রির বৈঠকের পর তালেবান সরকার মন্তব্য করেছে, আফগানিস্তান ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে দেখে। এরপর এই প্রথম তালেবান সরকারের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও দিল্লির শীর্ষ পর্যায়ের কোন কর্মকর্তার মধ্যে বৈঠক হল। প্রায় দুই দশকের যুদ্ধের পর তালেবান ২০২১ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে। এক বিবৃতিতে বলা হয়, আফগানিস্তানের ভারসাম্যপূর্ণ এবং অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নেওয়া পররাষ্ট্রনীতির অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে চায় ইসলামিক আমিরাত। বৈঠকের পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, আফগানিস্তানে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে দিল্লি এবং বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়ানোর ওপর নজর দিচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারণ এবং ইরানের চাবাহার বন্দর দিয়ে বাণিজ্য বাড়ানোর বিষয়ে দুই দেশ আলোচনা করেছে। আফগান প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের করাচি ও গোয়াদর বন্দরকে এড়িয়ে পণ্য আমদানি–রপ্তানির জন্য চাবাহার বন্দরে বিনিয়োগ করেছে ভারত। ভারতসহ কিছু দেশ ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কোন দেশ তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে ভারতসহ কয়েকটি দেশ কাবুলে ছোট পরিসরে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে তালেবান সরকারের অধীনে বাণিজ্যিক ও মানবিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে এসব দেশ।

উত্তরের আঙিনায়

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ২৯ তম বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় গ্রন্থাগার ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ব্যবস্থাপনায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ২৯তম বইমেলার উদ্বোধন হল জেলার বুনিয়াদপুর শহরের ফুটবল ময়দানে। সোমবার বিকেলে মহাসাড়ম্বরে ও আদিবাসী নৃত্যের ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই বইমেলা শুভ উদ্বোধন হয়। জানা গিয়েছে, ৬ জানুয়ারি থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে বইমেলা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য গ্রন্থাগার মন্ত্রী জনাব সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, রাজ্য পেতে সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, চেয়ারপার্সন কমল সরকার, গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র, বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র সহ আরো অন্যান্যরা। ইন্টারনেটের ভিড়ে জনসাধারণ থেকে শুরু করে সকলকেই বহুমুখী করতেই এই বইমেলার প্রয়াস বলে জানান মঞ্চে উপবিষ্ট প্রত্যেক বিশিষ্টজনেরা। দেবনাথ এবং রাজ্য গ্রন্থাগার মন্ত্রীর জনক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী জানান, 'কোথাও না কোথাও ২০১১ সালে রাজ্যের মসনদে বসার পর রাজ্যের মৃতপ্রায় গ্রন্থাগারগুলি কর্মপর্যায়ে উন্নতি সাধন হচ্ছে এবং প্রত্যেক বছরই রাজ্যের ২৪টি জেলাতে বইমেলা সংঘটিত হচ্ছে।' অন্যদিকে, যান্ত্রিক ও ইন্টারনেটের ভিড়ে মানুষের বইয়ের প্রতি ভালোবাসা তাঁদের বইমুখী করতে সাহায্য করছে। অন্যদিকে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান, 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শহর অর্থাৎ জেলা সদর শহর বালুরঘাট গঙ্গারামপুরের পাশাপাশি বুনিয়াদপুরে এই বইমেলা হচ্ছে। আগামীতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে বইমেলা পৌঁছে দেওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করা হয়েছে।'রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'ইন্টারনেটের যুগে ৮ থেকে ৮০ সকলকে বইমুখী করতে রাজ্য সরকারের অনুপ্রেরণায় এই বইমেলার চিন্তাভাবনা ও বইমেলা হচ্ছে আগামীতে আমরা আরো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পাশাপাশি সারারা রাজ্যজুড়ে বইমেলার অনুষ্ঠান বই নিয়ে চলবো।' বুনিয়াদপুরে ২৯ তম জেলা বইমেলায় প্রথমদিনেই সকলের ভিড় ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়।

নাগরিক পরিষেবায় হাইড্রোলিক ক্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর: নাগরিক পরিষেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বালুরঘাট পৌরসভা নতুন গাড়ি উদ্বোধন করল। বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাফাই কাজে ব্যবহৃত হাতে টানা ১০০টি ট্রলি, ২৫টি ই–গার্বেজ ভ্যান, পূজোর ব্যবহৃত সামগ্রী সংগ্রহের জন্য আরো ৫টি ই–ভ্যান, ১০০০ গ্যালনের ৫টি জলের ট্যাঙ্ক এবং একটি হাইড্রোলিক ক্রেন উদ্বোধন করলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। পুরসভার সাফাই পরিষেবা কাজের গতি বাড়াতে এদিন থেকে অতিরিক্ত এই গাড়িগুলি চালু করা হয়। অপরদিকে, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের জন্য এবং ভারী সামগ্রী বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে ওঠানো নামানোর কারণে একটি হাইড্রা(হাইড্রোলিক ক্রেন) গাড়িরও উদ্বোধন হয়।

বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, 'পুর নাগরিকদের আরো বেশি করে পরিষেবা দিতে বালুরঘাট পৌরসভা এদিন প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি পরিষেবার সূচনা করল।'

বালুরঘাট স্টেশনে চালু 'ডিসপ্লে বোর্ড'

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর: দীর্ঘদিন যাবৎ স্টেশনে ছিল না কোনো 'ডিসপ্লে বোর্ড'। ডিসপ্লে বোর্ড চালু হওয়ায় রেল যাত্রীদের সুবিধা হল অনেকটাই। ডিসপ্লে বোর্ডে কোন প্লাটফর্ম থেকে কোন ট্রেন ছাড়বে এবং ট্রেনের কোন কামরা কোথায় অবস্থিত তা সহজেই জানতে পারবে যাত্রীরা। পাশাপাশি ট্রেন ছাড়ার সময় জানা যাবে। জানা গিয়েছে, ৬ ডিসেম্বর বালুরঘাট রেল স্টেশনে চালু হয় 'ডিসপ্লে বোর্ড'। একটিতে ট্রেনের নাম, ট্রেন নম্বর এবং প্ল্যাটফর্ম নম্বর ও ট্রেনের সময় থাকবে।

মুক্তি'র সুন্দরবন মেলা ২০২৫

অরিজিৎ মণ্ডল, মথুরাপুর: কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল মাঠে শুরু হল সংগঠন পরিচালিত সুন্দরবন মেলা ২০২৫। মথুরাপুর ১নম্বর ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল মাঠে মেলার শুভ সূচনা হয় ৪ জানুয়ারি, চলবে আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। মুক্তি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পরিচালিত এই মেলার বিষয়বস্তু হল স্বাস্থ্য সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ক। সুন্দরবন এলাকার এখনও অনেক মানুষ শিক্ষার আলো থেকে অনেকটা দূরে অন্যদিকে চাষবাস তাদের মূলত কর্মসংস্থান হলেও সঠিক কি প্রক্রিয়ায় চাষবাস করলে আরো আগামীদিনে তারা সচ্ছলতা লাভ করতে পারবে সেই বিষয়ে এখনও তারা অবগত নয়। আর এই চিন্তা ধারাকে সামনে রেখেই মুক্তি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সুন্দরবন মেলা ২০২৫–এর সূচনা করা হয়। এই মেলার শুভ সূচনা করেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ বাপি হালদার পাশাপাশি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘির বিধায়ক অলক জলদাতা, মুক্তি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শঙ্কর হালদার, কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ বিভাগ সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিনোদনের পাশাপাশি সুন্দরবনের মানুষ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক এবং গঠনমূলক শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করাই এই মেলার মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয় নিয়ে মুক্তি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শঙ্কর হালদার জানায়, 'শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপরই বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে এই মেলায়। প্রতিদিনই বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ মানুষদের সমন্বয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। সুন্দরবনে প্রত্যন্ত এলাকায় এখনও পর্যন্ত দেখা যায় স্কুল ছুটের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে থাকছে, কেন বাড়ছে অন্যদিকে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই হবে না সামাজিক দায়বদ্ধতা ও একটি ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে তৈরি হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি এই মেলা সেই বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি সুন্দরবনের মানুষের একটা বড় অংশের প্রধান জীবিকা চাষবাস হয়ে থাকলেও এখনও পর্যন্ত তারা জানে না অর্গানিক পদ্ধতিতে কিভাবে চাষবাস করা যায় এবং তাতে খরচা একই পরে এবং ফসলের গুণগত মান ভালো হয় ও অন্যদিকে পরিবেশগত বিষয়ে কিভাবে সুন্দরবন দিনের পর দিন ধ্বংস হতে বসেছে, কেন বাড়ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং মানুষ দিনের পর দিন এই গাছ কেটে নেওয়ার ফলে কোন দিকে এগোচ্ছে এই পরিবেশ এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মানুষদের দিয়ে সেমিনানের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসাই হল এই সুন্দরবন মেলার মূল উদ্দেশ্য।

তবে এ বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি জানায়, এই ধরনের শিক্ষা বিষয়ক মেলা আরও বেশি করে হওয়া প্রয়োজন সুন্দরবন এলাকা জুড়ে যাতে সুন্দরবনের মানুষ আরো বেশি করে এই সমস্ত বিষয়ে জানতে পারে অন্যদিকে মুক্তি সংগঠনের এই বিশেষ উদ্যোগকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি।

বারাসতে জাল নথি তৈরির পর্দা ফাঁস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কথায় বলে, গাছই গাছের শত্রু। কারণ গাছ দিয়ে কুড়ুলের আছাড় তৈরি না হলে কুড়ুলের সাধ্য ছিল না গাছ নিধনের। অর্থাৎ ঘরের মানুষ শত্রুতা না করলে বাইরের শত্রুর অনুপ্রবেশ ঘটে না। বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা চলছে বহুদিন ধরেই। কিন্তু সেদেশে সাম্প্রতিক অস্থিরতার কারণে ভারতে অনুপ্রবেশের মাত্রা যেমন বেড়েছে, তেমনই সীমান্ত নজরদারিও বেড়েছে। পাশাপাশি বেড়েছে রাজ্যের পুলিশের নজরদারি। আর এই নজরদারি বৃদ্ধির কারণেই একের পর এক জাল নথি তৈরির চক্র ধরা পড়ছে পুলিশের জালে। তুলনামূলকভাবে উত্তর ২৪ পরগণার সীমান্ত দিয়ে রাজ্যের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের সংখ্যা বেশি। পুলিশি নজরদারি ও সক্রিয়তা বৃদ্ধির কারণেই উত্তর ২৪ পরগণার জেলা সদর বারাসতে জাল নথি তৈরির একটি চক্র ধরা পড়ল বারাসত পুলিশের জালে। বারাসতের নবপল্লী থেকে মঙ্গলবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে, পুলিশের একটি টিম এদিন গভীর রাতে হানা দেয় বারাসত আদালতের প্রাক্তন ল'ক্লার্ক সমীর দাসের বাড়িতে। দীর্ঘক্ষণের জিজ্ঞাসাবাদে রীতিমত অসঙ্গতি থাকায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে বুধবার আদালতে পাঠিয়ে সাতদিনে পুলিশি হেফাজতে নেয় তার। জেরায় আরও দুজন সহযোগী কৌশিক মণ্ডল এবং চন্দন চক্রবর্তীর নাম উঠে আসে। বুধবার তাদেরকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাদের বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক ৬দিনের পুলিশি হেফাজন দেন। সমীরের আরও এক সহযোগীর খোঁজ করছে পুলিশ। ধৃত কৌশিক মণ্ডলের বাড়ি বারাসতের চৈতন্য নগরে। এবং চন্দন চক্রবর্তীর বাড়ি মধ্যমগ্রামে। জানা গিয়েছে, বারাসতের শীতলাতলা এলাকায় সমীর দাসের প্রাসাদোপম বাড়ি। বারাসত আদালতে সামান্য একজন মুহুরীর কাজ করে এমন রাজসিক বাড়ি তৈরি হয় কি করে? এ প্রশ্নও উঠছে জনমানসে। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা কেউই জানতেন না সমীর দাসের এহেন জালিয়াতির কর্মকাণ্ড। বারাসত থানার আইসি বলেন, 'বাংলাদেশি নাগরিকদের মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ভুয়ো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, প্যান কার্ড এমনকী পাসপোর্ট পর্যন্ত বানিয়ে দিত সে।' বারাসত পুলিশ জেলার এসপি প্রতীক্ষা বাড়খড়িয়া বলেন, 'ধৃত বারাসত আদালতের ল'ক্লার্ক ছিলেন। বাংলাদেশিদের জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র বানানোর ক্ষেত্রে ধৃতের যোগ পাওয়া গিয়েছে।' তবে এই জাল নথি দিয়ে জঙ্গী ঢুকে পড়া অস্বাভাবিক নয় বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল।

পাইকরে বাঁশের সাঁকোই ভরসা

অভীক মিত্র : স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও এখনও নদীতে বাঁশের সাঁকো তৈরি করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করছে মানুষজন। কত ভোট এলো আর গেল কত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল কিন্তু ভোট ফুরালেই সেই একই ছবি। বাঁশের সাঁকো এখনও ব্রীজে পরিণত হয়নি এমনি আক্ষেপ করে জানায় মুরারই ২নং ব্লকের আমডোল গ্রাম পঞ্চায়েতের খুঁটকাইল ও রামচন্দ্রপুরের গ্রামবাসীরা। সংখ্যালঘু ও তপশীলি অধ্যুসিত এই আমডোল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। বেশিরভাগ মানুষ কৃষিজীবি,অনেকে পেশা পরিবর্তন করে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিন রাজ্যে কাজ করে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলে, আমরা জন্মাবধি দেখছি এই এলাকার মানুষের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় পাগলা নদীতে বাঁশের সাঁকো নিজেরা তৈরি করেই পারাপার করে। বর্ষার সময় আমাদের ভাবতে হয় আমাদের ছেলেমেয়েরা পাইকর কিংবা মুরারই কলেজে পড়তে কিভাবে যাবে? আমাদের কৃষিকাজ, হাটবাজার, রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় ওই সাঁকো দিয়ে। গ্রামবাসীরা এলাকার সাংসদ, বিধায়ক ও ব্লকে আবেদন নিবেদন করেও ওই পাগলা নদীতে ব্রীজ করতে পারেনি। আমডোল গ্রামপঞ্চায়েতের খুঁটকাইল ও রামচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলে, স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও আমরা এখনো আদিম যুগের মত জীবনযাপন করি। তার বড়ো নিদর্শন আমাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছে পাগলা নদী। বর্ষাকাল এলেই আমাদের বুক দুরু দুরু করে। বর্হিজগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি আমরা। যোগাযোগ বলতে পাগলা নদীর উপর বাঁশের ফরাস(সাঁকো)। সেই ফরাস আমাদের চাষাবাদ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও হাটবাজার করার একমাত্র অবলম্বন ওই বাঁশের সাঁকো। ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত রামচন্দ্রপুর-হরহরিয়ার পাগলা ব্রীজ আজও হয়নি। সাংসদ শতাব্দী রায় আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমাদের ভোট দিন ব্রীজ হবে কিন্তু সেই ব্রীজ আজও হয়নি। আবার উনি ভোটে জিতে সাংসদ হয়েছেন কিন্তু আমাদের কোন পরিবর্তন হয়নি। আমাদের মানুষ বলে কেউ মনেই করেনা। খুঁটকাইল গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই পাগলা নদীর পারাপারের জন্য একটি কজওয়ে হয়েছিল বছর সাতেক আগে। তৃণমূল পরিচালিত মুরারই ২নং পঞ্চায়েতসমিতি সেই কজওয়ে তৈরি করেছিল। দেড়বছরের মধ্যে সেই কওজয় ভেঙ্গে যায়। নিম্নমানের মালমসলা দিয়ে সেই কজওয়ে তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা নাসিম শেখ, মেহেবুবে হাসান, হাবিবুল শেখ, আমেরুল শেখ বলে, কজওয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে বর্ষার সময় আমাদের নদী পেরিয়ে যেতে হয় পাইকর, মুরারই হয়ে রামপুরহাট, বর্ধমান ও কলকাতায় বিভিন্ন কাজে। সেখান থেকে আমাদের স্কুল কলেজ ও চিকিৎসার জন্য রামপুরহাট, সিউড়ি, কলকাতা যেতে হয়। সারা গ্রামের প্রতিটি পরিবার থেকে মাথা পিছু ১০ কেজি করে ধান সংগ্রহ করে প্রতিবছর সেই কজওয়ের পাশে বাঁশের ফরাস তৈরি করে যাতায়াত করি। বিধানসভা, পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোট এলেই নেতাদের মনে পড়ে খুঁটকাইল-রামচন্দ্রপুর ও রামচন্দ্রপুর- হরহরিয়া ব্রীজের কথা। এবারের ভোটেও চলে সেই প্রতিশ্রুতি। কাশিমনগরের কিষানমান্ডিতে আমরা ধান নিয়ে কিভাবে যাবো? যেতে গেলে অনেক ঘুরপথ দিয়ে যেতে হবে। ব্রীজ তৈরির জন্য রাজ্যের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

অনারারিয়াম

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

অনারারিয়াম। সম্মান ভাতা। ইংরাজ আমলে এই প্রথা চালু হয়। সে সময় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ফিল্ড কর্মীদের বাড়তি কাজের জন্য এই ভাতা দেওয়া হত। অতিরিক্ত শ্রমের বিনিময়ে কর্মীরা উপার্জন করতেন। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব সরকারী দপ্তরে টেবিল চেয়ারে বসে বিভিন্ন গ্রেডের কর্মীরা এই ভাতা ভোগ করছেন। ভাতার পরিমান কর্মী পিছু ১০০-৫০০ টাকা। একমাত্র কৃষিদপ্তরেই প্রায় লাখখানেক টাকা অনারারিয়াম বাবদ ব্যয় হচ্ছে। জেলার লোকগণনা ত্রাণ, জমিজরিপ প্রভৃতি সব দপ্তরেই এই প্রথা পুরোদমে চলছে। অথচ সরকারী অফিসের কাজকর্ম সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগের অন্ত নেই। সম্মানভাতা নিয়ে তাঁরা জনসাধারণকে অসম্মান করতে কুণ্ঠিত হন না। জনস্বার্থের খাতিরে বর্তমান মন্ত্রী সভা সরকারী অর্থের এই অপচয় বন্ধ করে বরং কিছু লোক নিয়োগ করুন।

৯ম বর্ষ, ১১ জানুয়ারি ১৯৭৫, শনিবার, ৮ সংখ্যা

খাদ্য দপ্তরের অভিযোগে গ্রেপ্তার কাকদ্বীপের এমআর ডিলার

রবীন দাস: খাদ্য দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হল কাকদ্বীপের এক এম আর ডিলার অমিত কুমার ভকতকে। জানা গিয়েছে, এই ডিলার কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা ও সাগরে সরকারি রেশনের জিনিসপত্র সরবরাহ করত। ২০২১ সালে খাদ্য দপ্তরের এক আধিকারিক কাকদ্বীপ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ওই ডিলার সরকারি পাওনা প্রায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করছে না। এই অভিযোগ দায়ের করার পরই খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই ডিলারের গুদামে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বেআইনি প্রচুর চাল উদ্ধার হয়। সেই চাল খাদ্য দপ্তর নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল। পরে এই বিষয়েও থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তারপর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক ছিল। এবিষয়ে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের আইনজীবী সব্যসাচী দাস বলেন, 'খাদ্য দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ৭ জানুয়ারি টালিগঞ্জ থানা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার ধৃতকে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ২দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

আবাস যোজনায় কাটমানি, আক্রান্ত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুবরাজপুর ব্লকের লক্ষ্মীনায়ারণপুর পঞ্চায়েতের ঘাটগোপালপুর গ্রামে এক ভিখারি জরিপোস বিবির কাছ থেকে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে ২ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগকারী বলেন,'লক্ষ্মীনারায়ণপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি কাজল খান এবং উপপ্রধানের স্বামী জাহাঙ্গীর খান আমাকে বলে কাটমানি লাগবে, সবার কাছে ১০০০০ টাকা নিচ্ছি তোমার কাছে নেব ৫০০০ টাকা। যদি টাকা না দাও তাহলে দ্বিতীয় কিস্তি টাকা ঢুকবে না। সেই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়ে। ভিডিও করার অপরাধে ২ যুবককে বেদম মারধর করার অভিযোগ উঠে অঞ্চল সভাপতি কাজল খানের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আহত ২ যুবক সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থলে যায় দুবরাজপুর থানার পুলিশ। কাজল খানের পক্ষ থেকে ওই মহিলার আরও একটা ভিডিও ভাইরাল যেখানে ওই বৃদ্ধা বলে, আমাকে ভুল বুঝিয়ে ওই কথাগুলো বলানো হয়েছে। আবাস যোজনার উপভোক্তার কাছে কাটমানি চাওয়ায় ২ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। বেশ কিছুদিন হল আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতে মাইক প্রচার করে ঘোষণা করা হয় যে, আবাস যোজনার টাকার কাটমানি যদি কেউ চায় দেবেন না, যদি কেউ চায় অভিযোগ করুন বিডিও ও পুলিশকে। দুবরাজপুর থানার আইসি আফরোজ হোসেন বলেন, 'এই ঘটনাটি তদন্ত করছেন বিডিও। তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।' দুবরাজপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাজা আদক বলেন, 'একটা অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনার তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।'

স্ত্রী ও কন্যার খুনির যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত জেলা আদালতের ফাস্ট ট্রাক কোর্টে স্ত্রী এবং নাবালিকা কন্যার খুনের দায়ে সোমবার অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ ১০ হাজার টাকা জরিমানার সাজা ঘোষণা করেন অতিরিক্ত জেলা ও সেশন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘটনাটি ঘটে প্রায় বছর ছয়েক আগে হাবড়া থানা এলাকায়। কেস নং ২১৬/১৮, তারিখ ১৯.০৩.২০১৮ অনুযায়ী ৩০২/২০১ আইপিসি। এই মামলায় উজ্জ্বল দেবনাথের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হওয়া মামলাটিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, অভিযুক্ত শেখর দেবনাথ তার স্ত্রী মিঠু দেবনাথ এবং তাদের কন্যা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কন্যা পূজা দেবনাথের নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। অভিযোগকারী জানিয়েছে, ঘটনাটি সামনে আসে যখন ১৯.০৩.২০১৮ তারিখে পূজা দেবনাথ তার মাধ্যমিক পরীক্ষায় উপস্থিত হয়নি। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে এই হত্যাকাণ্ড প্রকাশ্যে আসে। এই মর্মে হাবড়া থানার পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়। এসআই উৎপল কুমার সাহার নেতৃত্বে পরিচালিত এই তদন্তে এক ভয়াবহ অপরাধ উন্মোচিত হয় বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(নর্থ) স্পর্শ নিরাঙ্গী। তিন জানান, বিস্তারিত তদন্তের পরে কেমিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তমূলক সাজার এই মামলাটি পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসেকিউটর আইনজীবি মৃণালকান্তি দাস। আর এই মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এসআই উৎপল কুমার সাহা এবং অভিজিৎ মজুমদারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এএসপি(নর্থ)।

ফিরে গেল দক্ষিণ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,কুলতলি: : মৈপীঠে ২দিন লোকালয়ে থাকা বাঘকে বন্দী করতে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে ছাগল দিয়ে খাঁচা টোপ ব্যবহার করেও কোনো লাভ হল না।

খাঁচা বন্দি না হয়ে স্বেচ্ছায় দক্ষিণ রায় জঙ্গলে পাড়ি দিয়েছে বুধবার ভোরে। তাতেই কিছুটা স্বস্তিতে বনকর্মী থেকে শুরু করে গ্রামবাসীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বন বিভাগের আধিকারিক (ডি এফ ও) নিশা গোস্বামী বুধবার বলেন, 'বাঘটি খাঁচায় না ঢুকে নদী পেরিয়ে জঙ্গলে চলে গিয়েছে। আমরা বাঘের চলে যাওয়ার ছাপ দেখে নিশ্চিত হয়েছি যে বাঘটি আর লোকালয়ে নেই।' বন দপ্তর সূত্রে জানা গেল, 'বাঘটি এদিন ওরিয়ান নালার ওপারে আজমলমারির জঙ্গলে ফিরে গেছে। দক্ষিণ রায় তাঁর জঙ্গলে ফিরে যাওয়ায় আপাতত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে বন কর্মীরা সহ মৈপীঠের মানুষ।'

বধূর দেহ উদ্ধার সন্দেহে স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৭ জানুয়ারি রাত ৮টা নাগাদ মহম্মদবাজার থানার পুরাতন গ্রামপঞ্চায়েতের শালুকা-দেউচা যাবার রাস্তায় সরেষের জমিতে ক্ষতবিক্ষত এক মৃতদেহ ও পাশে হাত পা বাঁধা অবস্থায় জখম হয়ে পড়ে তার স্বামী, পুলিশ উদ্ধার করে তাদের সিউড়ি সুপারস্পেশালি হাসপাতালে নিয়ে গেলে গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। জখম স্বামী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতের নাম সুচিত্রা বাগদি(১৯)। ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় স্ত্রীকেগুলি করে খুন করেছে দুস্কৃতীরা দাবি স্বামীর কিন্তু স্বামীর বাইক বা কোনো জিনিস নেয়নি দুস্কৃতীরা। পুলিশ তদন্ত শুরু করতে গিয়ে ধন্ধে পড়ে যায়। মৃতার পরিবার রাতেই মহম্মদবাজার থানায় সন্দীপ দাসের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে খুন করার লিখিত অভিযোগ করেন। মৃতার বাবা নিত্য বাগদি অভিযোগ করে বলে, 'বিয়ের পর থেকেই অকারনে অকথ্য নির্যাতন করতো জামাই ফলে সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমার বাড়িতেই থাকতো মেয়ে। কে জানতো বাড়ি নিয়ে যাবার নাম করে আমার মেয়েকে এইভাবে খুন করবে। তার বন্ধুবান্ধবরা পরিকল্পিতভাবে এই খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে। হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা এটা অভিযুক্ত সন্দীপের নাটক।'

জলস্তর মাপার জন্য নদীতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন: এই প্রথমবার সুন্দরবনের নদীতে বসানো হল জলস্তর মাপার অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। জোয়ার ভাটা এবং বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জলের মাত্রা কতটা উপর-নীচ হচ্ছে, তা বলে দেবে এই যন্ত্র। এটির নাম অটোমেটিক ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার (এডব্লুএলআর)। গোসাবার গদখালিতে বিদ্যাধরী নদীতে, গোসাবার ছোটমোল্লাখালি ও গোসাবার হরিপুরে এই যন্ত্রটি বসানো হয়েছে। বাসন্তীর ২টি জায়গায় তা বসানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় এই যন্ত্র নিজে থেকেই জলের স্তর মেপে সেই তথ্য পাঠিয়ে দেবে ন্যাশনাল হাইড্রোলজি প্রজেক্ট অফিসে। যেহেতু সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায়ই দুর্যোগ আসে, তাই আগে থেকে জলস্তর বৃদ্ধির তথ্য জানা থাকলে প্রশাসনিক কাজে অনেক সুবিধা হবে। এই যন্ত্রটি ইনস্টলের কাজ করেছে ক্যানিং মহকুমার সেচ দপ্তর। সেই দপ্তরের এক আধিকারিক শুভদীপ দালাল বলেন, 'এই যন্ত্রের মধ্যে সেন্সর বসানো রয়েছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে সেটি চার্জ হবে। আলাদা করে কোনও ব্যক্তিকে সেটি পরিচালনা করতে হচ্ছে না। জল কখন বাড়ছে, কখন কমছে– সবটাই সে নিজেই রেকর্ড করবে এবং সেটা প্রযুক্তির সাহায্য তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যাচ্ছে ওই কেন্দ্রে। আকাশ মেঘলা থাকলে ও তিন চারদিন টানা সৌর বিদ্যুতের চার্জ থাকবে। তবে জলবায়ুর পরিবর্তনে সুন্দরবনের জলস্তর বেড়ে চলেছে। গোসাবার পর বাসন্তীর হোগল নদীতে ও বসবে এই যন্ত্র। তাঁর পরেরটি ঝড়খালিতে বসানোর কথা রয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেল।

বেহাল দশায় বন্ধ হল প্রাচীন স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : স্কুল ভবনের বেহাল অবস্থায় বন্ধ করে দেওয়া হল বহু প্রাচীন স্কুল বারুইপুরে। বারুইপুর হাইস্কুলের পুরনো ভবনের অবস্থা এতটাই বেহাল যে, কর্তৃপক্ষ সেখানে ক্লাস বন্ধ করে দিয়েছে। এই ভবনের পিছনের দেওয়ালের একাংশ বসে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে হেলে গিয়েছে। যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সম্প্রতি পূর্ত দপ্তরের লোকজন এসে বেহাল ভবনটি পরীক্ষা করার পর একে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করে চিঠির দিয়ে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে। আর ওই ভবন অবিলম্বে সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন শিক্ষকরা। এ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক শুভজিত সেনাপতি বলেন, 'দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনকেও এই বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে কবে এই স্কুলের এই ভবন সংস্কার হবে, তা বলতে পারব না। বারুইপুর পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডে রয়েছে এই বারুইপুর হাইস্কুল। ১৮৫৮ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময়েই তৈরি হয়েছিল এই দোতলা ভবনটি। এই ভবনের অধিকাংশ ঘরের দেওয়ালে বড় বড় ফাটল ধরেছে। সিলিং থেকে ভেঙে পড়ছে চাঙড়। মেঝে ফুটিফাটা হয়ে গিয়েছে। পিছনের দিকে যে দেওয়ালটি রয়েছে, সেটি ও বিপজ্জনকভাবে হেলে রয়েছে। এই ভবনের পিছনেই স্কুলের নতুন ভবন। তাঁর সামনেই ছোট ছোট পড়ুয়ারা খেলাধুলো করে। ওই দেওয়াল ভেঙে পড়লে বড় বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কা।

পঞ্চায়েত প্রধানকে আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি পাঠিয়ে খুনের হুমকি

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : গোপালপুর পঞ্চায়েত ক্যানিং ১ ব্লকের পঞ্চায়েত প্রধান আকচার মণ্ডল। তাকে আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি পাঠিয়ে খুনের হুমকি! এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বর্তমানে নিরাপত্তার অভাবে প্রাণভয়ে আতঙ্কে রয়েছেন ওই তিনি। ঘটনার বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ৮ জানুয়ারি রাতে বাড়িতে ফেরার পর গভীর রাতে তাঁর ফোনে একটি আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি পাঠানো হয়। পাশাপাশি একটি অডিও পাঠানো হয়। অডিওতে বলা হয়, 'এখন আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি পাঠালাম। খুব কম সময়ের মধ্যে উপহার স্বরুপ তোমার ছবি পাঠাবো।' হোয়াটস্অ্যাপে এমন ছবি দেখে অডিও শুনে প্রাণের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পঞ্চায়েত প্রধান। পরদিন ক্যানিং থানায় সমস্ত ঘটনার বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। আকচার মণ্ডল জানিয়েছেন, 'যে কোন মুহূর্তে প্রাণ সংশয় হতে পারে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। খুবই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। বিধায়ক পরেশ রাম দাসকে সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়েছি। পাশাপাশি তাঁরই নির্দেশে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। আশা করছি পুলিশ তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।'

অন্যদিকে এমন ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস জানিয়েছেন, 'পঞ্চায়েত প্রধানকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। চরম উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। এর আগেও নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের তৃণমূল যুব সভাপতি মহরম সেখকে খুন করা হয়েছে। এছাড়াও গোপালপুর পঞ্চায়েতের ধর্মতলা গ্রামে তৃণমূল কর্মী স্বপন মাঝি, ঝন্টু হালদার আর ভূতনাথ প্রামাণিককে গুলি করে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতিরা। আমরা ভয়ের মধ্যে রয়েছি। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, বিগত দিনের ন্যায় বিরোধী ও দুষ্কৃতিদের দৌরাত্ম্য ততই বেড়ে চলেছে। দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ক্যানিং থানার পুলিশ ও বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপারকে ঘটনার কথা জানিয়েছি।'

বিরল রোগে আক্রান্ত ৮ মাসের শিশু, প্রয়োজন ১৬ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরের রুপনগর এলাকার বাসিন্দা হৈমন্তী দাস ও বাপন দাস। বাপন দাস পেশায় একজন শিক্ষক। দম্পতির একমাত্র শিশুকন্যা হৃদিকা দাস। বয়স মাত্র ৮ মাস। ইতিমধ্যে এই নিঃষ্পাপ শিশুর দেহে বাসা বেঁধেছে বিরল এক প্রাণঘাতী মারণ রোগ। যা চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ করে তোলা সম্ভব। কারণ বিরলতম রোগের খরচ নাগালের বাইরে। হৃদিকাকে মৃত্যুর পথ থেকে বাঁচাতে চিকিৎসা খরচ বাবদ ১৬ কোটি টাকা প্রয়োজন। যা কি না দাস পরিবারের কাছে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া ব্যাপার। তবে একমাত্র দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যের রাজ্যপাল বা মুখ্যমন্ত্রীই পারেন ছোট্ট এই শিশুকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুলতে। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে হৃদিকার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ভিডিও পোষ্ট করে সকলকে পাশে থাকার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যমে ওই শিশুর আরোগ্য কামনা করেছেন সকলেই। সামাজিক মাধ্যমের বিরল সেই ঘটনা নজরে পড়ে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের। শিশুর পরিবারের পাশে সাহায্যের হাত

বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে চিকিৎসা বাবদ এত বিপুল পরিমাণ খরচ কীভাবে সামলাবেন বিধায়ক? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানিয়েছেন, 'বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসার জন্য তিনি রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন। উল্লেখ্য ছোট্ট হৃদিকা'র শরীরে স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি টাইপ-১ নামক এক বিরল এবং প্রাণঘাতী রোগ বাসা বেঁধেছে। যার সাথে লড়াই করে চলেছে আট মাসের ফুটফুটে শিশু হৃদিকা দাস। বিরল ওই রোগের চিকিৎসার জন্য জোলগেনসমা নামক ভ্যাকসিন প্রয়োজন। যার বাজার মূল্য কমপক্ষে আনুমানিক ১৬ কোটি টাকা।

হৃদিকার মা হৈমন্তী দাস জানিয়েছেন, 'একমাত্র মেয়ের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন জানিয়েছি। যদি সহৃদয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়ের চিকিৎসা খরচ বহন করেন, তাহলে হয়তো হৃদিকা পৃথিবীর বুকে প্রস্ফুটিত হবে। তা না হলে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে যেতে হবে। সকলের কাছে করজোড়ে আবেদন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে হৃদিকাকে বাঁচতে সাহায্য করুন।'

মাঙ্গলিকী

কবিতাকে ভালোবেসে মেলবন্ধন উৎসব

মলয় সুর : রবিবার দুপুরে শীতের আমেজে ছুটির দিনে হাওড়ার দাসনগর বালিটিকুরি নেতাজি সেবা সমিতি ক্লাব প্রাঙ্গনে সন্ধ্যাতারা পত্রিকার বার্ষিকী কবি সাহিত্যিকদের মেলবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিদিশা ঘোষ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সূচনা হয়। অনুষ্ঠানটির কবি সাহিত্যিক রাঘব পোড়ের একান্ত উদ্যোগে আয়োজন হয়। এদিন ৪০ জনের অধিক কবিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজির হয়ে কবিতা পাঠ করেন। সংগঠনের কর্ণধার রাঘব পোড়ে বলেন এটি আমাদের অষ্টম প্রয়াস, নতুন প্রজন্মের কবি সাহিত্যিকদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি পদক্ষেপ আর দৃঢ় হোক এবং নবীন ও প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় মজবুত হোক। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র গবেষক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ডক্টর বিবেকানন্দ চক্রবর্তী, সভাপতি অজয় চক্রবর্তী, অঞ্জনা দেবনাথ প্রমুখরা। অনুষ্ঠানে বসিরহাটের মেঘলা রানী দত্ত কবিতা পরিবেশন করে উপস্থিত সকলের মন জয় করেন। অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে এই মঞ্চে সন্ধ্যা তারা পত্রিকার আনুষ্ঠানিক বই প্রকাশিত হয়। মেলবন্ধন দৃঢ় করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিবছর অপরাজিত হয়ে চলেছে এই কর্মকাণ্ড। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডালিয়া মজুমদার রায়।

বাওয়ালীতে সাবমেরিন ক্লাবের সাহিত্য সভা

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক প্রয়াত অমিয় কুমার দাসের স্মরণে চতুর্থ বার্ষিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয় ৮ জানুয়ারি, বুধবার, ২০২৫ সাবমেরিন ক্লাব প্রাঙ্গনে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৬০ জনের মতো কবি–সাহিত্যিক তাদের স্বরচিত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট

কবি উৎপল কুমার ধারা, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে কবি স্বপন কুমার মান্না ও কবি শক্তিপদ পন্ডিত, উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় অমিয় কুমার দাসের পরিবারবর্গ। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শুভাশিস ঘোষ। প্রয়াত অমিয় কুমার দাসের মর্মর মূর্তি স্থাপন, পুরস্কার, স্মরণিকা প্রকাশ সহ একাধিক প্রস্তাব আলোচিত হয়। সাবমেরিন ক্লাবের পক্ষ থেকে সাহিত্য সভার আয়োজক ও উদ্যোক্তা ডাক্তার তরুণ রায় আগত সকল কবি সাহিত্যিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ছবি : অরুণ লোধ

আশাপূর্ণা দেবী স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর মাসিক অধিবেশন বসেছিল ৭ জানুয়ারি আশুতোষ ভবনের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ২০৯ নম্বর ঘরে। সেখানে স্মরণ করা হল প্রখ্যাত লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীকে। বিভিন্ন সভ্যসভ্যারা আশাপূর্ণা দেবীর কবিতা, লেখা তুলে ধরলেন, স্মৃতিচারণ করলেন। কেউ কেউ শোনালেন গান। সভাপতির আসনে ছিলেন ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যেমন

আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যকৃতির আলোচনা করলেন, ঠিক তেমনি সাহিত্য কীর্তি নিয়ে আলোচনা করলেন অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা পাঠ করে শোনালেন যীশু দাস। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা করলেন দীপান্বিতা সেন। গল্প উপন্যাস নিয়ে বহু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তেমনি একটি চলচ্চিত্র ছায়াসূর্য। সেই ছবির একটি রবীন্দ্র সংগীত 'এসো এসো আমার ঘরে এসো' শোনালেন অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস। অগ্নিপরীক্ষা ছবির 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' গানটি গেয়ে শোনালেন গোপাল দাস এবং 'কে তুমি আমারে ডাকো' গানটি শোনালেন বিদিশা মুখোপাধ্যায়।। এছাড়াও অংশ নিয়েছিলেন চকিতা চট্টোপাধ্যায়, বরুন দাস,শর্মিষ্ঠা সিনহা প্রমুখ। বালুচরী ছবির দুটি গান গেয়ে শোনালেন প্রাক্তনীর সম্পাদক ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ড. শঙ্কর ঘোষ।

গুপ্তিপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ জানুয়ারি দুপুর দুটোয় হুগলির গুপ্তিপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ৭৫ বছররের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ড. রাজকুমার কোঠারি। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ দীপক কুমার বড়পন্ডা, অধ্যাপক সঞ্জিত জোতদার, এসসিএসটি ওবিসি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অসীম মাজি, সাংবাদিক ও সমাজসেবী প্রণব গুহ এবং বিদ্যালয়ের সভাপতি ও শিক্ষিকারা। প্রকাশ করা হয় স্মরণিকা। তিনদিন ধরে চলবে অনুষ্ঠান।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

সুব্রত মণ্ডল, গুপ্তিপাড়া: 'পুলিশ সমাজের বন্ধু' এই বার্তা দিতে বছরের শুরুতেই ২০২৫ সালের ৫ জানুয়ারি, গুপ্তিপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে গুপ্তিপাড়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় একটি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। স্থানীয় শতাধিক প্রতিযোগির অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতাটি ৩টি বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম বিভাগে নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি, দ্বিতীয় বিভাগে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি এবং তৃতীয় বিভাগে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। হুগলী গ্রামীণ জেলা পুলিশের সুপারের নির্দেশে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওসি বলাগড় সোম দেব পাত্র, সিআই মগরা সৌমেন বিশ্বাস এবং ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র। বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয় পেন এবং স্কুল ব্যাগ। গ্রামের মানুষ পুলিশ ফাঁড়ির এই উদ্যোগকে অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। তাদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগে সমাজের সঙ্গে পুলিশের সংযোগ আরও মজবুত হচ্ছে। 'সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' প্রচারাভিযান থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য শিবির এবং গরিবদের কম্বল বিতরণ—এমন নানা উদ্যোগ পুলিশের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিচ্ছে। পুলিশের এই অভিনব প্রচেষ্টা মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানোর এক দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে।

শহরের বাড়িতে আজও ডিপ টিউবওয়েল

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকাস্থিত কয়েক দশক আগে নির্মিত অধিকাংশ 'হাইরাইজ বিল্ডিং এখনও ভূগর্ভ থেকে 'ডিপ টিউবয়েল দিয়ে জল তোলে। আর এই জল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযুক্ত কী না সেরকম কোনও পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয় না। ফলে সেই বহুতল বাড়ির বাসিন্দারা 'আর্সেনিক এবং ফ্লোরাইড টেস্ট না করা জল পান করছে। কলকাতা পৌরসংস্থা ১২ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি ডা.মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, 'কলকাতা পৌরসংস্থায় পানীয় জলের গুণমান পরীক্ষা করা হয় কী'?

উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'হ্যাঁ, কলকাতা পৌর এলাকার কোনও বাড়ির বাসিন্দারা যদি তাঁদের বাড়ির

পানীয় জলের গুণমান পরীক্ষা করতে চান। তবে কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব পানীয় জল পরীক্ষার কেন্দ্রীয় জল পরীক্ষাগার আছে। সেখানে অনেক সময়ই বিশেষ করে, যখন পানীয় জল সংক্রান্ত অভিযোগ ওঠে, তখন অভিযোগ ওঠা স্থান থেকে জল সংগ্রহ করে, সেই জল পরীক্ষা করা হয়, এবং জল পরীক্ষার গুণমানের সংশাপত্র দেওয়া হয়। যদি এরকম জায়গা কলকাতার কোথাও থেকে থাকে বা ব্যক্তিগতভাবে কারোর যদি মনে হয় যে, পানীয় জলের গুণমান সন্দেহজনক লাগছে, তবে তারা কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দপ্তরকে জানালে, জল সরবরাহ দপ্তর সে জল পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে বা কেএমসি'র অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে পারেন।'

ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের আরও প্রশ্ন, 'কলকাতাস্থিত যেসব পুরনো কালের বাড়িতে আজও 'ডিপ টিউবওয়েল আছে, সেসব বাড়িতে 'ডোমেস্টিক লাইন' দিতে পারা কী সম্ভব? কলকাতাস্থিত পুরনো কালের বাড়িতে যে ধরনের বাসিন্দা বসবাস করেন, তাঁদের অধিকাংশের জলের 'রিজার্ভার' নেই। এবং এরই সঙ্গে 'বাল্ক্ কানেক্ট ইন্সটলেশনে'র খরচা দেবার ক্ষমতা নেই। তাঁদের পরিস্রুত পানীয় জলের লাইন দেওয়ার বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা কী ভাবছে'?

মহানাগরিক বলেন, 'কলকাতা পৌর এলাকার যে সব 'হাইরাইজ বাড়ি বা যে সব বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল বানিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়, এমন বাড়িতে জলের 'বাল্ক্ কানেকশন' দেওয়া হয়। পানীয় জলের 'বাল্ক্ কানেকশনে'র জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়। সাধারণত বড়ো কমপ্লেক্স না হলে জলের বাল্ক্ কানেকশন দেওয়া হয় না। সাধারণত সাধারণ বাড়ির ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'ডোমেস্টিক লাইন' বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এখানে 'বাল্ক্ কানেকশনে'র কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

পানীয় জলের অপচয় রোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যহ যে পরিমাণ পরিস্রুত পানীয় জল কলকাতা পৌর এলাকায় সরবরাহ করা হয়। তাতে গ্রীষ্মের দাবদাহেও পানীয় জলের অভাব থাকার কথাই নয়। তবুও বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে পরিস্রুত পানীয় জলের সরবরাহে যথেষ্ট ঘাটতি, এই অভিযোগ কলকাতা পৌরসংস্থায় জমা পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর প্রধান কারণ সরবরাহ করা পানীয় জলের কমবেশি ৩০ শতাংশ অপচয় হয়। পানীয় জলের অপচয়ের সমস্যা শহর কলকাতায় এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, শহর জুড়ে পৌরসংস্থার পানীয় জলের ট্যাপ কল কোথায় ও কতক গুলি আছে, তা সমীক্ষা করে দেখা হবে। কত কলের মুখ বন্ধ করা হচ্ছে না, তাও সমীক্ষায় উল্লেখ করতে হবে। সমীক্ষার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পৌর মহাধ্যক্ষ ধবল জৈনের কাছে জমা পড়বে। রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সেই মতো পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে। সমীক্ষার রিপোর্টে যেসব কলের মুখ নেই বলে উল্লেখ থাকবে। সেখানে নতুন মুখ লাগানো হবে। আর কলের মুখ যাতে আগামীদিনে চুরি না হয়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে। স্থানীয় ক্লাব বা সামাজিক সংগঠন গুলিকে স্থানীয় ট্যাপ কলটির ওপর নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হবে। যেসব জায়গা থেকে বারংবার ট্যাপ কলের মুখ ভাঙা বা চুরির অভিযোগ উঠে আসবে, সেসব এলাকায় মহানাগরিকের বার্তার প্রচারপত্র বিলি করা হবে। এক্ষেত্রে পৌরসংস্থা সচেতনতামূলক প্রচার করবে। তাতেও কাজ না হলে যে কলের মুখ বারংবার চুরি বা ভাঙা হচ্ছে, সেই কল গুলি অনির্দিষ্ট কালের জন্য সিল করো দেওয়া হবে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান।

কলকাতায় এবার 'শিল্পের সমাধান'

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে কলকাতার ১৬টি বরো'র অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে 'শিল্পের সমাধান' শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ২২ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি প্রাক্তন উপ মহানাগরিক মীনাদেবী পুরোহিতের প্রশ্ন 'এই যোজনার নাম কী? এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কী ভূমিকা আছে?'

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শিল্পের সমাধান কোনও যোজনা নয়, যেমন 'দুয়ারে সরকারে'র আয়োজন হয়, ঠিক সেরকমই ছোটো এবং ক্ষুদ্র আর মাঝারি সমস্ত শিল্প নিয়ে একটা শিবির হবে। সেই শিবিরে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ছোটো, ক্ষুদ্র ও বস্ত্র দপ্তরের মাধ্যমে শিল্প সংক্রান্ত নথিভুক্তিকরণ এবং অন্যান্য সুবিধা সংক্রান্ত কাজকর্মের অনলাইন এবং অফলাইনে পরিষেবা দেওয়া হবে। এই শিবিরটি সম্পূর্ণ রূপে রাজ্য সরকারের অধীনে হবে। এবং এই শিবিরের পরিষেবাগুলি সম্পূর্ণ রকম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে দেওয়া হবে।'

রেয়ার ডিজিজ ক্লিনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা 'রেয়ার ডিজিজ ক্লিনিক শুরু হতে চলেছে। পৌর স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর, 'রেয়ার ডিজিজ সোসাইটি অভ ইন্ডিয়ার সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার মউ স্বাক্ষর হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী পৌরসংস্থার বেশ কয়েকজন চিকিৎসক ও আশাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আর 'রেয়ার ডিজিজ বলতে সেই রোগ, যা প্রতি ১০ লক্ষের মধ্যে একজনের হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রকম উপসর্গ অথবা লক্ষণ। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা হবার জন্য এই অসুখের বিভিন্ন লক্ষণ নিয়ে অনলাইন ট্রেনিং দেওয়ার সঙ্গে সহজ বাংলায় বিভিন্ন 'রেয়ার ডিজিজের নাম এবং লক্ষণের চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে তালিকা ছাপানো হয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই তালিকা নিয়ে শিশুর অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলা হবে। রোগ চিহ্নিত হলে রোগীকে সরকারি হাসপাতালের পাঠানো হবে। কলকাতা তথা রাজ্যের নোডাল সেন্টার হচ্ছে এস এস কে এম হাসপাতাল।

আলিপুর চিড়িয়াখানার জমি অধিগ্রহণ নিয়ে ইতিমধ্যেই চলছে আদালতের শুনানি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আলিপুর চিড়িয়াখানার জমিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে বিক্রি করার প্রতিবাদে হুঁশিয়ারি দিয়ে এবার পথে নামল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। ৯ জানুয়ারি রাজপথে রবীন্দ্র সদন থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি পর্যন্ত মিছিলে নেমেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃবর্গ।

ধোঁয়াবিহীন উনুন বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ও অবনমন রোধের উদ্দেশ্যে কলকাতায় যাঁরা নিজ জীবিকার প্রয়োজনে আঁচ জ্বালাতে ধোঁয়ার সৃষ্টি করে, তাঁদেরকে ধোঁয়া রোধের উদ্দেশ্য ধোঁয়াবিহীন উনুন বিতরণ করা হল। ৮ জানুয়ারি কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে কলকাতা পৌরসংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় এদিন কলকাতার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৩০০ জন উপভোক্তাকে এই উনুন প্রদান করা হল।

এবার থেকে কলকাতার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে এই ধোঁয়াবিহীন উনুন বিতরণ(ক্লিন কুক স্টোভ) কর্মসূচি পৌরপ্রতিনিধির উদ্যোগে আয়োজন করা হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এই কর্মসূচির সূচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে কলকাতার পরিবেশ উন্নয়ন দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'জল, আলো, রাস্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা পরিষেবা নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা ভাবনাচিন্তা করে কিন্তু পরিবেশও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা নিয়ে কেউ কোনই গুরুত্ব দিত না। কিন্তু বর্তমানে যেটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটি হল পরিবেশ। সারা পৃথিবীর মানুষজন আজ পরিবেশকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়, সে বিষয় গুরুত্ব সহকারে ভাবনাচিন্তা করছে। কারণ যেভাবে মনুষ্য সভ্যতার ক্রমোন্নতি হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই ততটাই পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঠিক তেমনভাবে পরিবেশটাও সুস্থ সবল ভাবে রাখতে হবে। দূষণমুক্ত পরিবেশ দূষণমুক্ত বায়ুর ব্যবস্থা আমাদের তৈরি করতে হবে। তারই একটা অঙ্গ স্বরূপ 'রাজ্য পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং কলকাতা পৌরসংস্থা সহযোগিতায় ধোঁয়াবিহীন উনুন পূর্ব কলকাতার মানুষজনদের দেওয়া হচ্ছে। আপাতত কলকাতার পরিবেশ যথেষ্ট ভালো জায়গায় আছে। আরও ভালো কিভাবে করা যায়, সে চেষ্টা করা হচ্ছে। কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়মিত পরিবেশ নিয়ে সজাগ সচেতন করা হয়। কিছুটা সচেতন, তারাও হয়েছে। কলকাতার মানুষ পরিবেশ নিয়ে ভাবছে। কলকাতার কিছু মানুষজনকে পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারাও কলকাতার অন্যান্য মানুষজনকে সচেতন করছে। তবে কলকাতার নাগরিকরা আরও আরও সচেতন হলে কলকাতা দূষণ মুক্ত থাকবে।

মহেশতলা পৌরসভা

পৌর পরিষদ কার্যালয়

পোঃ-মহেশতলা, জেলা-দঃ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০ ১৪১

ফ্যাক্স : ২৪৯০৯২৯৬, দূরভাষ : ২৪৯০১৬৫১/৩৩৮৯, ই-মেল : maheshtalamunicipality@gmail.com

নাগরিক পরিষেবা উন্নয়নের স্বার্থে পৌর নাগরিকবৃন্দের নিকট আবেদন :-

১। ডেঙ্গি বাহক মশার জন্মবিস্তার রোধ করতে আপনার বাড়ি ও বাড়ির চারপাশে কোথাও জল জমতে দেবেন না।

২। পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথকীকরণ করুন।

৩। প্লাস্টিক বর্জন করুন এবং পৌরসভার প্লাস্টিক বর্জন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করুন।

৪। ০ - ৫ বছর বয়সের শিশুদের সম্পূর্ণ টীকাকরণের আওতাভুক্ত করুন এবং এই বিষয়ে বিশদে অবগত হতে পৌর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

৫। জন্ম ও মৃত্যুর ২১ দিনের মধ্যে জন্ম মৃত্যুর নিবন্ধীকরণ করুন।

৬। সময়মত পৌরকর প্রদান করুন এবং ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণ করুন।

৭। পৌরকর প্রদানের জন্য মহেশতলা পৌরসভার প্রযুক্তিগত উদ্যোগে সকলকে স্বাগত। https://holdingtax.co.in ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে citizen module-থেকে District, ULB, Ward, Location, Holding No. ইত্যাদি তথ্যগুলি পরস্পর প্রদান করে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে আপনার পৌরকর প্রদান করুন।

শ্রী দুলাল চন্দ্র দাস

পৌরপ্রধান

মহেশতলা পৌরসভা

পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় মহেশতলা পৌরসভা সদা সতর্ক

চোখের জলে শেষকৃত্য জীবন মুখোপাধ্যায়ের

সুব্রত মণ্ডল : ৯ জানুয়ারি প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ তথা প্রাক্তন বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়ের মৃতদেহ প্রথমে বাইপাসের এক বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে ১১ঃ৩০ মিনিটে বের করে বিধানসভার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মাল্যদান করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক তৃণমূলের বিধায়ক সহ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মাল্যদান করার পর বললেন, 'শিক্ষা জগতের এক অমূল্য সম্পদকে আমরা হারালাম। ভীষণ এক সৎজন ব্যক্তি ছিলেন।' পরে তাঁকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে আনা হয়। সেখানে তাঁকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজরা শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ওখান থেকে তাঁর দেহ সোনারপুর বিবেকানন্দ পল্লীর বাড়িতে নিয়ে আসা হয় ২:৫০ মিনিটে। সেখানে পাড়ার লোকজন এবং তৃণমূল ও বিজেপি, সিপিএম, সিপিআই, নেতারা শেষ শ্রদ্ধা জানান জীবনবাবুকে। সোনারপুর মোড় থেকে রাজপুর শ্মশান পর্যন্ত জীবনবাবুর অন্তিম পদযাত্রায় প্রচুর মানুষের ঢল নেমেছিল রাস্তায়। প্রায় ৪ হাজার মানুষ অন্তিম পদযাত্রায় অংশ নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জীবনবাবু অমর রহে।

দিল্লির সাব–অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে ৪৩২ শিক্ষক–শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি : দিল্লি সরকারের অধীন সংস্থা দিল্লি সাব–অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার পদে ৪৩২ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদে আবেদনের যোগ্য: পোস্ট কোড ৮২৪/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (হিন্দি)। হিন্দি বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৭০টি (জেনাঃ ৫১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ২. ই.ডব্লুএস ৭)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৫টি। পোস্ট কোড ৮২৪/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (হিন্দি)। হিন্দি বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ২১টি (জেনাঃ ৭. ও.বি.সি. ২. তাজাঃ ৪, আউঃজাঃ ৫, ই.ডা.এস. ৩)।

পোস্ট কোড ৮২৪/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (অঙ্ক)। অঙ্ক বা, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্সের বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ২১টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৭, আজাঃ ২. ই.ডব্লু.এস. ২)।

পোস্ট কোড ৮২৫/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (অঙ্ক)। অঙ্ক বা, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১০টি (জেনাঃ ১,৩.বি.সি. ৪, তাজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ৪)।

পোস্ট কোড ৮২৬/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (ফিজিক্স)। ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ৩টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। পোস্ট কোড ৮২৬/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (ফিজিক্স)। ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পোস্ট কোড ৮২৭/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (কেমিস্ট্রি)। কেমিস্ট্রি, বায়ো–কেমিস্ট্রি বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৪টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ৩)।

পোস্ট কোড৮২৭/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (কেমিস্ট্রি)। কেমিস্ট্রি, বায়ো–কেমিস্ট্রি বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৩ (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১)। পোস্ট কোড ৮২৮/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (বায়োলজি)। বটানি, জুলজি, লাইফ সায়েন্স, বায়ো–সায়েন্স, জেনেটিক্স, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োটেকনোলজি, মলিকিউলার বায়োলজি, প্ল্যান্ট ফিজিওলজি বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। ডিগ্রি কোর্সে বটানি ও জুলজি বিষয় থাকতে হবে। শূন্যপদ ১টি (ও.বি.সি.)। পোস্ট কোড ৮২৮/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (বায়োলজি)। বটানি, জুলজি, লাইফ সায়েন্স, বায়ো–সায়েন্স, জেনেটিক্স, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োটেকনোলজি, মলিকিউলার বায়োলজি, প্ল্যান্ট ফিজিওলজি বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। ডিগ্রি কোর্সে বটানি ও জুলজি বিষয় থাকতে হবে। শূন্যপদ: ১২টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ২)। পোস্ট কোড ৮২৯/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (ইকনমিক্স)। ইকনমিক্স, অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স, বিজনেস ইকনমিক্স বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৩২টি (জেনাঃ ১৪, ও.বি.সি. ১৪, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি।

পোস্ট কোড ৮৩০/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (কমার্স)। কমার্স বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ২)।

পোস্ট কোড ৮৩১/২৪ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (ইতিহাস)। ইতিহাস বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৫০টি (জেনাঃ ২৮, ও.বি.সি. ১০, তাজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ২. ই.ডব্লু.এস. ৪)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি। পোস্ট কোড ৮৩১/২৪ : পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (ইতিহাস)। ইতিহাস বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১১টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি। পোস্ট কোড ৮৩২/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (ভূগোল)। ভূগোল বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ২১টি (জেনাঃ ১৪, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২. ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১টি। পোস্ট কোড ৮৩২/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (ভূগোল)। ভূগোল বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১ (জেনাঃ)। পোস্ট কোড ৮৩৩/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৫৯ (জেনাঃ ৪১, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ৫)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২। পোস্ট কোড ৮৩৩/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের পোস্ট– গ্র্যাজুয়েট মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১৯টি (জেনাঃ ১১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩টি। পোস্ট কোড ৮৩৪/২৪: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (সোশিওলজি)। সোশিওলজি বিষয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৫ (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। ওপরের সব পদের বেলায়ই বি.এড. কোর্স পাশ হতে হবে। বয়স হতে হবে ১৪–২–২০২৫"এর হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৪৭,৬০০–১,৫১,১০০ টাকা। মাধ্যমিক, উচ্চ চমাধ্যমিক বা, কলেজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্তত ৩ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বিজ্ঞপ্তি নং: F. 1 (384) / P&P/DSSSB/2024/ Advt/7352, Dated: 30/12/2024.

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন কম্পিউটার টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে দু'টি সেকশনে। প্রথম সেকশনে ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে মেন্টাল এবিলিটি অ্যান্ড রিজনিং এবিলিটি, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন, হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন, নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন।

দ্বিতীয় সেকশনে থাকবে ২০০ নম্বর। প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর এম.সি.কিউ, টাইপের। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে। সময় থাকবে ৩ ঘন্টা। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.dsssb.delhi.govt.in সফল হলে স্কিল টেস্ট। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৬ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https:/ /dsssbonline.nic.in,www://dsssb.delhigovt.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ফী পেমেন্ট চালান প্রিন্ট করে নেবেন। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। এবার স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামে অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশাখাপত্তনম হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের মুম্বই রিফাইনারি অ্যান্ড বৈশাখ রিফাইনারি গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি পদে কিছু ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন, কেমিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড, ইন্সট্রুমেন্টেশন, কম্পিউটার সায়েন্স/ আই.টি., পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০–১২–২০২৪"এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি., প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড মাসে ২৫,০০০ টাকা। কোন ট্রেডে ক'টি শূন্যপদ তা ওয়েবসাইটে পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। এরপর ইন্টারভিউ হবে জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারিতে।

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্তকরতে হবে এই ওয়েবসাইটে: http://jobs.hpcl.co.in/Recruit New/recruitlogin.jsp নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর ইউজার আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। আবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেইনাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

অদ্ভুতুড়ে বাংলার শিল্পায়ন

প্রথম পাতার পর

বিস্ময় প্রকাশ করে তাঁর মন্তব্য, কোনও শিল্পের সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে রাজ্য সরকারের বর্ণিত নথির সঙ্গে এমএসএমই'র হিসাবের এমন অদ্ভুত রকমের বিস্তর ফারাক সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা বারংবার বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সহ কোনও তরফেই পশ্চিমবঙ্গের এই ৮০ লক্ষ শিল্পের বাস্তব হালহকিকত কিছুতেই দৃশ্যত হচ্ছে না।

এই অদ্ভুতুড়ে ৮০ লক্ষ বাংলার শিল্পের শিল্পকর্তাদের প্রতি তাঁর তাই একান্ত আহ্বান, এগিয়ে আসুন আপনারা। সরলীকৃত নিয়ম মেনে আপনারা এমএসএমই'এর নথিভুক্ত হোন। এমএসএমই'এর তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু সহায়ক স্কিমের উপযোগী হন। আমরা আপনাদের নিয়ম মেনে সবরকমের সহায়তা করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই সদর্থক আবেদনে সেই অর্থে কোনও সারা পাওয়া যাচ্ছে না এই রাজ্য থেকে। এটা খুবই পরিতাপের বিষয়।

এই অবাক করার সুলুক সন্ধান পাওয়া গেল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া একটি মনোজ্ঞ আলোচনা চক্রে। কলকাতায় আয়োজিত পরতে পরতে বিস্ময় খচিত এহেন আলোচনাচক্রে বক্তব্যের মাঝে প্রদীপ কুমার দাস আরও বলেন, উদ্যোগপতিদের আবেদন করবো, এখনও যাঁরা তাঁদের উদ্যোগ রেজিস্ট্রেশন করাননি তাঁরা তা রেজিস্ট্রেশন শীঘ্রই করিয়ে নিন। দেখবেন আশাতীত কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা ও প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ছাড়ের সুযোগ পাবেন। এর ফলে আপনাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। প্রতিযোগিতার বাজারে আপনার বিক্রয়মূল্য তখন সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করবে অচিরেই। এছাড়া আমাদের কলকাতার দপ্তরে এক অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি গঠন করা হয়েছে। যেখানে পানীয় জল ও ফলজাত দ্রব্য ছাড়া সমস্ত রকমের পণ্যের মান অত্যন্ত সুচারুরূপে নির্ধারণ করা হয়। আর এখানকার শংসাপত্র দেশে ও বিদেশের যাবতীয় রপ্তানি ও আমদানি ব্যবসায় এক শক্তিশালী মান্যতার ভূমিকা পালন করে। তাই উদ্যোগপতিদের এই সুযোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানাই।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ সামাজিক প্রভাব ও অন্তর্নিহিত বিক্রেতা বিকাশ বিভাগের চিফ ম্যানেজার অনুরাগ অগস্তি এই ফোরামে অংশ নিয়ে এক উল্লেখযোগ্য অ্যাপসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। জেম অ্যাপস (GeM)। এর ওয়েবসাইটটি হল <https://gem.gov.in/> । জেম কথাটির অর্থ হল গভর্নমেন্ট ই– মার্কেটপ্লেস (Government e–Marketplace)। তাঁর মন্তব্য, এই অ্যাপস বা ওয়েবসাইটটি হল বিনিয়োগকারীদের কাছে এক মণিমানিক্যের ভাণ্ডারের মতো অফুরন্ত খাজানা। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত এটা একটা উন্মুক্ত বাজার। যা ই–পরিষেবার সহজতম আধুনিক বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্ম। সরকারি যাবতীয় উৎপাদনের বিস্তারিত হাল হকিকত এখান থেকে জানা যেতে পারে। এখান থেকে বাণিজ্য বাস্তবায়িত করতে গেলে কোনও উৎপাদকের নির্দিষ্ট দপ্তরে দৌড়ানোর প্রয়োজনের দিন এখন শেষ হয়েছে। নূন্যতম নথিতে ও একদম কম মূল্যে এর নবীকরণ সম্ভব। সবচেয়ে উৎসাহিত করার বিষয় হল এই অ্যাপসের মাধ্যমে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ খুব সহজেই মিলবে ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো থেকে যদি প্রকৃত বরাতের কপি আপনার সঙ্গে থাকে। এমনকী এর সাহায্যে প্রতিটি রাজ্যের সমস্ত জেলা স্তরে প্রত্যেকটা সরকারি নথিভুক্ত উৎপাদিত পণ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে পারা যাবে এই অ্যাপস থেকে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এমএসএমই'র ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড ট্রাস্টের সিইও সন্দীপ ভার্মা এবার শোনালেন এক করুণ বিস্ময়কর তথ্য। যেখানে বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতের কাছে অনুরোধ করেছে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে ৪৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণপ্রদান করতে, সেখানে একই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এযাবৎ ঋণদান করা সম্ভব হয়েছে মাত্র ২৯ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং বাণিজীকরণের খাতে ভারতের ঋণদানের পরিসংখ্যান প্রকৃতই প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে। এমন নিরাশার উদ্বেগ শোনা গেল সন্দীপ ভার্মার কণ্ঠে। তিনি অবশ্য বলেন, এই নেতিবাচক পরিস্থিতি সামাল দিতে আমরা বহু স্থানে বহুবার ক্রেডিট ক্যাম্পের আয়োজন করে চলেছি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের অধীনে। আমি মনে করি ঋণ গ্রহণের জন্য স্বচ্ছতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এছাড়া ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও স্বক্ষমতার মান উর্ত্তীণ হলে শিল্পোদ্যোগীদের ঋণ পেতে অসুবিধা হবার কথা নয়। বহু নিয়মের অনেক সরলীকরণের মধ্যদিয়ে ভারত সরকার বর্তমানে আপনাকে ঋণ প্রদানে প্রস্তুত, শিল্প গঠনের মধ্য দিয়ে সেই ঋণ আপনি গ্রহণ করবেন কিনা তা কিন্তু এখন আপনার উপর নির্ভর করছে বলে সন্দীপবাবু জানান।

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি,টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ জানুয়ারি – ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫

মেষ রাশি : অর্থহানির বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। পারিবারিক ব্যাপারে গুরুজনদের পরামর্শ। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা সাফল্য এবং মান সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে প্রশংসা লাভ। বিবাহে বাধা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন 'ওং কেতবে নমঃ' পাঠ করুন ২১ বার।

বৃষ রাশি : ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্য এলেও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের অবনতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে। বুদ্ধিমত্তার জোরে যে কোনো কার্য সম্পাদনে মান–সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দুর্গা পুজো করুন।

মিথুন রাশি : বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা। আর্থিক সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের উচ্চশিক্ষা সাফল্যে বিলম্ব। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ঋণে জর্জরিত হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি হলেও বাধা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে শত্রু নিধন। তীর্থস্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনা। ধর্মে কর্মে আগ্রহ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ওঁ বুধায় নমঃ (৪১ বার) জপ করুন।

কর্কট রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক সঞ্চয়ে বাধা ও ঋণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে। আবেগ প্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অমনোযোগীতা বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ হয়েছে। জমি–জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিষ্পত্তি কারণ হতে পারে।

প্রতিকার : শুক্রবার, লক্ষ্মী পুজো করুন।

সিংহ রাশি : কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক সমস্যার সমাধান। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। অকারণে মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান।

প্রতিকার : রোজ হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : হস্তশিল্প বা সৃষ্টিশীল কর্মে উপার্জনের সম্ভাবনা। সব বাধা কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ থেকে বিরত থাকুন। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। ব্যবসায় সাফল্য। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী।

প্রতিকার : মঙ্গলবার রাহুর পুজো করুন।

তুলা রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি, এমনকি সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিবারের সকলকে নিয়ে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে চাকরি ক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : ওঁ কেতবে নমঃ (৪১ বার) পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্যের ইঙ্গিত। কর্মোন্নতিতে বাধার সম্মুখীন হতে পারে। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কার্যোদ্ধার। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক গোলযোগ বৃদ্ধি। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সুফল লাভে বিলম্ব। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশমন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।

ধনু রাশি : কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জন, বৃদ্ধির সুযোগ আসতে পরে। কোনো অবৈধ সম্পর্ক থেকে বিরত থাকুন। সন্তানের ব্যবহারে মনোকষ্ট। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : বৃদ্ধদের সেবা করুন।

মকর রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক উপার্জনের সঙ্গে সঞ্চয় বৃদ্ধি। সব বাধা কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক গোলযোগ। ধর্মাচরণে আগ্রহ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ওঁ নমো নারায়াণায়ন নম ৪১ বার জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক কোনো পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হলেও তা থেকে আরোগ্য লাভ। বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা। আর্থিক অপব্যয় বৃদ্ধি। ধর্মে কর্মে মতি বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিবন্ধীদের শনিবার দইভাত খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগ সাফল্যের সম্ভাবনা। স্বজন বিরোধী মনোভাবের দরুন সম্পর্কের অবনতি। দাম্পত্য সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মা কালীর পুজো করুন।

শব্দবার্তা ৩২৭

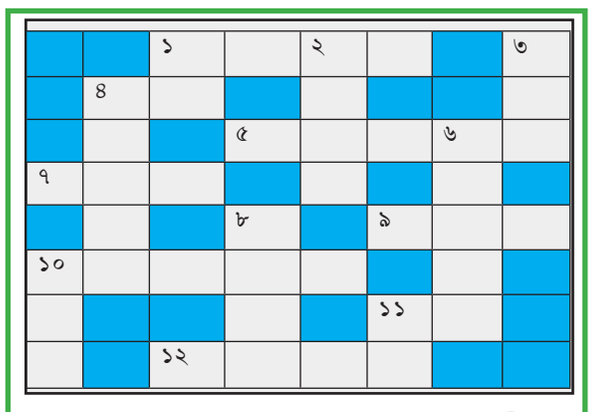

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। স্বত্ব ৪। জঙ্গম, গমণশীল ৫। কসাইখানা ৭। শক্তি, সামর্থ্য ৯। দ্বিগুণ ১০। জরুরি তলব ১১। গর্ত, খানা ১২। অসি।

উপর–নীচ

১। চাকার পাখি ২। পেশা ৩। রাজা, অধিপতি ৪। সম্পূর্ণ বেহায়া ৬। দ্বিরাগমন ৮। চতুর ও চটুল কথাবার্তা ও আচরণ ১০। যুবক ১১। লোনা, সাজিমাটি।

সমাধান : ৩২৬

পাশাপাশি : ১। মসনদ ৩। রসিকতা ৫। সহকার ৭। একরাশ ৯। জলনিধি ১০। করতাল।

উপরনীচ : ১। মহানস ২। দরবার ৪। তানপুরা ৬। হররেজে ৭। একাধিক ৮। শতদল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

আঁতস কাঁচে

জয়ে শুরু বাগানের

ঘরের মাঠ মানেই যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সবুজ মেরুন ব্রিগেড। দিমিত্রি পেত্রাতোস, গ্রেগ স্টুয়ার্ট না থাকলেও জয় আটকাচ্ছে না। বছরের শুরুতে ফুল ফুটল বাগানে। হায়দরাবাদকে ৩–০ গোলে বধ। তাতেই ঘরের মাঠে জয়ের ডবল হ্যাটট্রিক করে ফেলল হোসে মোলিনার দল। অর্থাৎ যুবভারতীতে টানা ছয় জয়। বাগানের হয়ে দুটি গোল করেন টম অ্যালড্রেড এবং জেসন কামিন্স। ফ্রি তে টিকিট উপহার পেয়ে বছর শুরুর জয় উপভোগ করলেন হাজার চল্লিশেক দর্শক।

বাঁচলেন সানা

ফের শহরে বাসের বেপরোয়া রেষারেষি। ভাগ্য ভাল। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচলেন সৌরভকন্যা সানা গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার বেহালা চৌরাস্তায় সানার গাড়িতে ধাক্কা দেয় একটি বেসরকারি বাস। সূত্রের খবর, গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্য প্রান্তে বসায় বেঁচে যান সানা। দুই বাসের রেষারেষির ফলে এই দুর্ঘটনা। জানা গেছে, বেসরকারি বাসের চালককে আটক করেছে পুলিশ।

শুরুতেই হার

দুরন্ত কামব্যাক। তবু জয় এল না। বছর শুরুতেই হোঁচট ইস্টবেঙ্গলের। ডার্বির আগেই হার। ঘরের মাঠে মুম্বই সিটির বিরুদ্ধে ২ গোলে পিছিয়ে থেকে ২ গোল শোধ করলেও, শেষমুহূর্তের গোলে ৩–২ গোলে হেরেই গেল অস্কার ব্রুজোর দল। তিন ম্যাচ পর হার। ১৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়েই এগারো নম্বরেই থাকল অস্কার ব্রুজোর দল। মুম্বইয়ের হয়ে জোড়া গোল কারেলিসের, একটি গোল ছাংতের। ইস্টবেঙ্গলের ব্যবধান কমে সাহিলের আত্মঘাতী গোলে, পরে আরেকটি গোল শোধ করেন ডেভিড।

নতুন বিদেশি

ডার্বির ৪ দিন আগেই চমক ইস্টবেঙ্গলের। সই করলেন ভেনেজুয়েলার ফরোয়ার্ড রিচার্ড সেলিস। তিনি কি লাল হলুদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন? শেষ ২৫ ক্লাব দলের খেলায় তার গোলসংখ্যা ২! ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে ফ্রি ফুটবলার হয়েই ছিলেন। তবে ২৮ বছরের ফুটবলারের ভেনেজুয়েলার সেরা ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। খেলেছেন কলম্বিয়া ও স্লোভাকিয়ার বিভিন্ন ক্লাবে। দেশের হয়ে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব ও কোপা আমেরিকাতেও খেলেছেন রিচার্ড। সবমিলিয়ে মোট ২৫০ এর বেশি গোল রয়েছে। মাদিহ তালাল চোটের কারণে ছিটকে গেছেন। তাঁর পরিবর্তেই শীতকালীন উইন্ডোতে এটাই প্রথম সই করাল ইস্টবেঙ্গল। রিচার্ড ভেনেজুয়েলার অ্যাকাডেমিয়া পুয়ের্তো কাবেলোতে শেষ খেলেছেন।

প্রয়াত গুরু

প্রয়াত কিংবদন্তি ক্রিকেট কোচ স্বপন সাধু। তাঁর হাত ধরেই ঝুলন গোস্বামীর ক্রিকেট যাত্রা শুরু। কলকাতার বিবেকানন্দ পার্কে তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেখানেই চাকদা থেকে কলকাতায় এসে ক্রিকেট সরঞ্জাম প্রথম হাতে তুলে নিয়েছিলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামী। তবে, শিষ্যের জীবনযুদ্ধ রুপোলি পর্দায় দেখে যাওয়া হল না গুরুর।

নটে গাছটি মুড়োল...

সিডনিতেই শেষ হল স্বপ্ন। থামল ডনের দেশে আধিপত্য। আশাটুকুও ধূলিস্যাৎ হল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের। নিউজিল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়া, জোড়া সিরিজ হারে স্বপ্নভঙ্গ টিম ইন্ডিয়ার। তিনদিনেই শেষ হয়ে গেল সিডনি টেস্ট। অবলীলায় ৬ উইকেটে জিতল অসিরা। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস থামে ১৫৭ রানে। ৪ উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। ১০ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তথা অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারল ভারত।

জেলায় জেলায় টক্কর

দেশের জার্সি গায়ে খেলতে চান রবি

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: দীর্ঘদিন পর সন্তোষ ট্রফি জয়ের লক্ষ্যপূরণ হতেই এবারে দেশের জার্সি গায়ে জড়িয়ে ফুটবল খেলতে চাইছেন বাংলার নতুন তারকা রবি হাঁসদা। সন্তোষ ট্রফি জয়ের নায়ক রবি হাঁসদাকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে আবেগে ভাসছে বঙ্গবাসী। রাজ্য ফুটবলে নতুন করে আশার আলো জাগিয়েছেন তিনি। কার্যত ঘরের ছেলের এমন সাফল্যে জেলাবাসীর গর্বে বুক ফুলে উঠেছে। তাই ফুটবলের নতুন তারকা জেলার মাটিতে পা রাখা মাত্রই তাঁকে ঘিরে সর্বত্র উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল। নিজের জন্মভূমি মুশারু থেকে শুরু করে কৈচর, ভাতার, জঙ্গেশ্বরডিহি, বর্ধমান, জেলা প্রশাসন সর্বত্র সম্বর্ধনা দেওয়া হয় রবি হাঁসদাকে। এবার জাতীয় ফুটবলে বাইচুং ভুটিয়া, সুনীল ছেত্রীদের নামের পাশে দরিদ্র আদিবাসী পরিবারের সন্তান রবি হাঁসদার নামটাও কবে জ্বলজ্বল করে সেই আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে রাজ্যের 'শস্যগোলা'। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের একটি প্রত্যন্ত এলাকা মুশারু। এই গ্রামের আদিবাসী মহল্লা থেকে অত্যন্ত দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে উঠে আসা রবি হাঁসদা যেন এক রূপকথার নায়ক। এই মুহূর্তে তাঁকে ঘিরেই বাংলা ফুটবল জগতে যাবতীয় চর্চা আবর্তিত হচ্ছে। এবারে সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে তাঁর ১ ডজন গোল, সর্বশেষে তাঁর দেওয়া গোলেই বাংলার জয়। সেই রবিই এখন থেকে জাতীয় ফুটবলার রূপে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার প্রত্যাশাটাকে বুকের মধ্যে স্বযত্নে লালন পালন করছেন। সোমবার সেকথাই তিনি সর্বসমক্ষে প্রকাশও করলেন। সোমবার শীতের সকালে বর্ধমান টাউন হলে জেলা প্রশাসন এবং জেলা পরিষদ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রবি হাঁসদাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা দেওয়া হল। উক্ত

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি, জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, পুলিস সুপার সায়ক দাস, স্থানীয় বিধায়ক খোকন দাস প্রমুখ। এদিন পুষ্পস্তবক সহ রুপোর ফলক, শাল ও নানাবিধ উপহার সামগ্রী সহকারে রবি হাঁসদাকে সম্মানীত করা হয়েছিল।সেই মঞ্চ থেকে সকলেই রবির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।অত্যন্ত দারিদ্রের সঙ্গে রবির জীবন সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সপ্তসিন্ধু জয়ের লক্ষ্যে অবিচল কালনার তরুণী সাঁতারু সায়নী দাসের কঠিন লড়াইয়ের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন।ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতমাতার শত শত সন্তান দু'চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে দেশের জন্য রাজ্যের জন্য কঠিন লড়াই করে চলেছেন।সেই লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন রবি হাঁসদা, সায়নী দাসের মতো তরুণ প্রজন্মের তারকারা। তাঁদের সেই লড়াইকে কুর্ণিশ জানিয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলাবাসী।

রামকৃষ্ণ মণ্ডল স্মৃতি ফুটবল চ্যালেঞ্জ কাপ

অভিজিৎ হাজরা, আমতা: হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত আমতা–জয়পুর থানা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় রসপুর বীণাপাণি ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আমতা ১নং ব্লকের রসপুর উচ্চ বিদ্যালয় ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হল চূড়ান্ত পর্যায়ের ২০তম রামকৃষ্ণ মণ্ডল স্মৃতি ফুটবল চ্যালেঞ্জ কাপ ২০২৪। চূড়ান্ত পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী দুটি দল ছিল 'জয়পুর সাধনা সমিতি' এবং 'খড়িয়প একাদশ ফুটবল ক্লাব'। গত ১৪ অক্টোবর ২০২৪ এই চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলাটি রসপুর উচ্চ বিদ্যালয় ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই দিন চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল খালনা পারিজাত ও থলিয়া ইউনিয়ন ক্লাব। ওই দিন খেলায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে খেলাটি অপরিত্যক্ত থাকে। আমতা–জয়পুর থানা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা দুটি দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের কাছে বারংবার খেলার অনুরোধ করলেও উভয়দলের কর্মকর্তারা খেলতে রাজি না হওয়ায় আমতা–জয়পুর থানা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত খালনা পারিজাত ও থলিয়া ইউনিয়ন ক্লাবকে সাসপেন্ড করেছিল। ওইদিন চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় খালনা পারিজাত ও থলিয়া ইউনিয়ন ক্লাব সেমিফাইনালে জয়পুর সাধনা সমিতি ও খড়িয়প একাদশ ফুটবল ক্লাবকে হারিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন সাঁতারু সায়নী দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে জলের সঙ্গে লাগাতার লড়াই। পদে পদে বিস্তর প্রতিবন্ধকতার পাহাড় টপকে অবশেষে জাতীয় স্তরে সরকারিভাবে স্বীকৃতি পেলেন এশিয়া সেরা সাঁতারু সায়নী দাস। কেন্দ্র সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রক তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড ২০২৩–এর জন্য এবার সায়নী দাসকে মনোনীত করেছে। ওয়াটার অ্যাডভেঞ্চারে ধারাবাহিকভাবে অসাধারণ কৃতিত্বের ছাপ রেখে চলেছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরের বাসিন্দা জলকন্যা সায়নী দাস। আগামী ১৭ জানুয়ারি বেলা ১১টায় দিল্লিতে গণতন্ত্র মণ্ডপে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় পুরস্কারটি গ্রহণ করবেন এই তরুণী সাঁতারু। এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে ৮ জানুয়ারি সায়নী দাসের কাছে একটি চিঠি এসেছে। নতুন বছরের শুরুতেই এই আনন্দমুখর খবরে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত সায়নী ও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা। বৃহস্পতিবার সকালে সায়নী বলেন, 'পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমি ১৪ জানুয়ারি দিল্লি রওনা হব।' তাঁর বাবা রাধেশ্যাম দাস বলেন, '১৯ বছর পর প্রমাণ

হয়ে গেল যে সায়নী কখনও নিজের জন্য ভাবেনি। ও দেশের জন্য এই লড়াইটা করছে। এই জাতীয় পুরস্কারের ঘোষণাটাই তাকে সেই স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।' সায়নীর দুচোখে এখন জিব্রাল্টার জয়ের স্বপ্ন। সফল হলে পরেরবার জাপানের সুগারু স্ট্রেইট অভিযান। সপ্তসিন্ধু জয় থেকে দুধাপ দূরে দাঁড়িয়ে সায়নী। সব ঠিক থাকলে জিব্রাল্টার স্ট্রেইট অভিযানের জন্য ১০ এপ্রিল কলকাতা বিমানবন্দর থেকে স্পেনের উদ্দেশে সায়নীর যাত্রা শুরু হবে।

জমজমাট ফুটবল খেলায় মাতল জঙ্গেশ্বরডিহি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : প্রতিবারের মতো এবারও বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনায় উৎসবের আবহে ফুটবল খেলায় মেতে উঠেছিল জঙ্গেশ্বরডিহি গ্রাম। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট ব্লকের বর্ধিষ্ণু প্রাচীন জনপদ জঙ্গেশ্বরডিহিতে ২দিন ব্যাপী নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল।'জঙ্গেশ্বরডিহি যুব সম্প্রদায়' পরিচালিত এবারের ৪ দলীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টটি শুরু হয়েছিল গত ৭ নভেম্বর। জঙ্গেশ্বরডিহি হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত এই ফুটবল টুর্নামেন্টে যোগ দিয়েছিল দুর্গাপুর অল আদিবাসী কোচিং ক্লাব, আশিস হান্টার ওয়েলফেয়ার বার্নপুর, শ্রীদুর্গা শ'মিল মেঝিয়ারী এবং ন'নগর এসিসি কোচিং ক্লাব। ৫ জানুয়ারি রবিবার চূড়ান্ত পর্বের খেলায় মুখোমুখি হয়েছিল দুর্গাপুর অল আদিবাসী কোচিং ক্লাব এবং ন'নগর এসিসি কোচিং ক্লাব। কয়েক হাজার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ চূড়ান্ত পর্বের খেলায় চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করল দুর্গাপুর অল আদিবাসী কোচিং ক্লাব। এদিন প্রথমার্ধের খেলায় দুপক্ষই দুটি করে গোল দিয়ে দীর্ঘক্ষণ সমতা বজায় রেখে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শেষ হওয়ার মিনিট দশেক আগে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের পায়ের একটি দুর্দান্ত শটে ফুটবলটি ন'নগর এসিসি কোচিং ক্লাবের গোলপোস্টের জালে জড়িয়ে গেল। শেষপর্যন্ত ৩–২ গোলের ব্যবধানে যুদ্ধজয়ের হাসি নিয়ে দুর্গাপুর ফিরে গেল চ্যাম্পিয়ন দলটি। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি সহ ১লক্ষ টাকার চেক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং বিজিত দলটিকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে ট্রফি সহ ৬০হাজার টাকার চেক। এছাড়াও টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় সহ একাধিক ক্ষেত্রেও পুরস্কৃত করা হয়। এদিনের খেলায় সকলকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলার প্রাক্তন বিশিষ্ট ফুটবলার শৌভিক ঘোষ, ফুটবল কোচ অমিয় রায়, মঙ্গলকোটের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী, সমাজসেবী দীপক মজুমদার প্রমুখ। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ মুহূর্তে হাজির হয়েছিলেন এবারে সন্তোষ ট্রফি জয়ের নায়ক তথা মঙ্গলকোটের মুশারু গ্রামের ভূমিপুত্র রবি হাঁসদা। বাংলা ফুটবলের নতুন তারকাকে এভাবে কাছে পেয়ে আবেগে ভেসে গিয়েছিলেন আয়োজকরা এবং তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনও করা হয়। রবি হাঁসদার কাছে জঙ্গেশ্বরডিহির এই মাঠ অতি পরিচিত। তিনি গত বছরও এই টুর্নামেন্ট খেলে গিয়ে ছিলেন। যঙ্গেশ্বরডিহি যুব সম্প্রদায়ের সভাপতি অরূপ রায়চৌধুরী বলেন, বাংলায় একসময় ফুটবলের স্বর্ণযুগ ছিল। বিভিন্ন কারণে বাংলার প্রত্যন্ত এলাকার বুক থেকে ফুটবল হারিয়ে যেতে বসে। সুখের কথা আবারও বাংলার বুকে ফুটবল খেলা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে ননীচূড়া ঘোষ বলেন, এদিনের খেলা দেখার আনন্দ উপভোগের জন্য নারী–পুরুষ নির্বিশেষে হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী যেভাবে মাঠের চারপাশে ভিড় জমিয়েছিল তা দেখে এটা অন্তত নিশ্চিত যে গ্রামবাংলায় খেলার রাজা ফুটবল যুব সম্প্রদায়ের হাত ধরে আজও স্বমহিমায় বেঁচে আছে।

বিতর্কের অবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকের খেলরত্ন পুরস্কারের মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত। দিনকয়েক আগে এমন একটি রিপোর্টে উত্তাল হয়েছিল দেশের ক্রীড়ামহল। ঘটনায় হতাশা প্রকাশ করেছিলেন

খেলরত্ন পাচ্ছেন মনু ভাকের

পিস্তল শুটারের বাবা রামকিষাণ ভাকের। শেষমেশ আসরে নেমে মনু ভাকের জানিয়েছিলেন, তাঁর তরফেই আবেদন প্রক্রিয়ায় ভুলচুক হয়েছিল। অবশেষে সব বিতর্কের অবসান। মনু ভাকের–সহ দেশের চার অ্যাথলিটকে চলতি বছর ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। আগামী ১৭ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন সম্মানে ভূষিত হবেন চার কৃতী। মনু ছাড়াও খেলরত্ন পাচ্ছেন দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ। অলিম্পিক হকিতে ভারতকে ব্রোঞ্জ এনে দেওয়া অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং এবং প্যারা–অ্যাথলিট প্রবীণ কুমার। ক্রীড়ামন্ত্রকের বিবৃতি বলছে, 'জয়ীরা আগামী ১৭ জানুয়ারি বেলা ১১টায় রাষ্ট্রপতি ভবনে বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হবেন।'

চাকরি পেয়ে সংসারের হাল ফেরাতে চায় সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : খেপ খেলা দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর ফুটবল জীবন। ম্যাচের পর ম্যাচ তেকাঠির সামনে গুরুদায়িত্ব সামাল দিতে থাকেন তিনি। সেখান থেকেই অন্যান্যদের নজরে আসেন বাগনানের বাসিন্দা সৌরভ সামন্ত। এরপর বাংলা দলের গোলরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পান। সেখানে এবারের সন্তোষ ট্রফিতে সেই গুরুদায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সফল এই তারকা। ১১টি ম্যাচের মধ্যে ৯টিতে তিনি খেলেছিলেন। কোনও খেলাতেই তাঁকে পরাস্থ করে বিপক্ষ জালে বল গড়াতে পারেনি। সেই সৌরভ আরও ভালো খেলতে চান। পাশাপাশি একটি চাকরিও চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটবলারদের চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। সেই কথাতেই বুক বাঁধছেন সৌরভ। তাঁর আশা হয়তো পরিবারের আর্থিক সমস্যা মিটবে। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। বাবা তপন সামন্ত ভিন রাজ্যে বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। দাদা কৌশিক সামন্ত বেসরকারি সংস্থার কর্মী, মা গৃহবধূ। খেপ খেলে বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা পেতেন সৌরভ। সেই টাকা দিয়ে সংসার চালাতেন। সেসময় আলাপ হয় পাঁশকুড়ার ফুটবলে উৎসাহী যুবক সাবিরের সঙ্গে। তাঁর মাধ্যমেই কলকাতার ইউনাইটেড স্পোর্টিংয়ে খেলার সুযোগ পান সৌরভ।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা - ২০২৫

–ঃ পরিচালনায় ঃ–

মাঙ্গলিকী

(নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

সামালি, মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা।

তারিখ ঃ ১৯শে থেকে ২৩শে জানুয়ারী, ২০২৫

১৯শে জানুয়ারী ২০২৫, রবিবার

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (৯ বছর পর্যন্ত)।
সময় সীমা অনধিক ২.৩০ মিনিট
যে কোন কবির ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করা যাবে।
দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ 'খ' বিভাগ (৯ বছর উর্দ্ধে ১৪ বছর পর্যন্ত)।
সময় সীমা অনধিক ৩.৩০ মিনিট
সুবোধ সরকার / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী /
ভবানী প্রসাদ মজুমদার-এর যে কোন কবিতা।
দুপুর ২টায় ঃ 'গ' বিভাগ (১৪ বছরের উর্দ্ধে সর্ব সাধারণ)
সময় সীমা অনধিক ৪ মিনিট
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / শুভ দাশগুপ্ত-র
যে কোন কবিতা।

২০শে জানুয়ারী ২০২৫, সোমবার

একক রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা

সকাল ১১টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বৎসর পর্যন্ত)
প্রকৃতি পর্যায়-এর যে কোন গান।
দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ 'খ' বিভাগ (১২ বৎসর উর্দ্ধে)
প্রেম পর্যায়-এর যে কোন গান।
দুপুর ২টায় ঃ **একক আধুনিক বাংলা গান প্রতিযোগিতা**
(১০ বৎসর উর্দ্ধে)
দুপুর ৩টায় ঃ **দলগত সংগীত প্রতিযোগিতা** (সর্বসাধারণ)

২১শে জানুয়ারী ২০২৫, মঙ্গলবার

একক সৃজনশীল নৃত্য প্রতিযোগিতা

দুপুর ২টায় ঃ 'ক' বিভাগ (১২ বছর পর্যন্ত)
দুপুর ৩-৩০টায় ঃ 'খ' বিভাগ (১২ বছর উর্দ্ধে)

২২শে জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার

বাংলা কবিতা উৎসব

এই সময়ের খ্যাতিমান আমন্ত্রিত বাংলা কবি ও বাচিক শিল্পীর সমন্বয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশ অবাধ।

২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার

অঙ্কন প্রতিযোগিতা (কেবলমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে)
'ক' বিভাগ - ৭ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), **'খ' বিভাগ** - ৭ বৎসর উর্দ্ধে ১০ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), **'গ' বিভাগ** - ১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৩ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে), **'ঘ' বিভাগ**- ১৩ বৎসর উর্দ্ধে ১৮ বৎসর পর্যন্ত (বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে)।

-ঃ নাম জমা দেবার স্থান ঃ-

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন ঃ 2495 9148/8013523095
স্বপনকুমার মান্না, উমেদপুর, বজবজ-২ ঃ 8240333544
রশ্মি বালা, সরশুনা, বেহালা ঃ 8777757597
দেবাশীষ ঘোষ, বজবজ ঃ 9123767097
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট ঃ 6291783722
সুভাশীষ চক্রবর্তী, বাওয়ালী ঃ 8777796002
নরেন্দ্রনাথ কুলে, বেহালা ঃ 9330842624
ডোনা জানা, বজবজ ঃ 7687073421

-ঃ নিয়মাবলী ঃ-

১। প্রতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য নেই।
২। তবলা ও তবলাবাদক সংস্থার পক্ষে থাকবে। প্রয়োজনে নিজস্ব তবলাবাদক সঙ্গে আনা যাবে। হারমোনিয়াম থাকবে। অন্য কোন যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার করা যাবে না।
৩। বয়সের প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
৪। আন্তরিক আবেদন ঃ প্রতি প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র প্রথম স্থানাধিকারী / স্থানাধিকারিণীকে ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার মাঙ্গলিকীর অনুষ্ঠান মঞ্চে তাদের প্রতিযোগিতার বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। সময় ঃ সকাল ১১টা।
৫। সর্বক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৬। নৃত্যের ক্ষেত্রে, প্রতিযোগি বা প্রতিযোগিনীর নির্বাচিত গানের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় পেনড্রাইভ অথবা মোবাইল সঙ্গে আনতে হবে।
৭। ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা থাকবে।
৮। ১৫ই জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার-এর মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।
৯। দলগত সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে রুচি সম্মত (হিন্দি ব্যতীত) যে কোনও সংগীত পরিবেশন করা যাবে। যন্ত্রবাদক ব্যতীত কমপক্ষে ৪ জনের দল হতে হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com